করি যে তাঁহারা এই পত্রদ্বারা আপনারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি করত একবাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্ম্মের উদ্যোগ করুন।

পাঁচ মাস মাসিকরূপে চলিয়া, ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিকরূপে চলিতে থাকে। ১ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যার (১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) শেষে আছে,—

এক্ষণে এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবেক।

পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ২য় খণ্ড, ৪-৫ সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৮৪৩) শেষে আছে,—

এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে দুইবার প্রকাশ না হইয়া মেং টমসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহানন্তর প্রকাশ হইবেক, এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান্, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে বন্ধ হইয়া যায়। ২০ নবেম্বর ১৮৪৩ তারিখের (২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) পত্রে বাহির হইল,—

১৮৪২ শালের এপ্রেল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেকুটেটর পত্র মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্দ্বারা লাভ করণের ইচ্ছা না থাকাতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ শালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কি না পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দ্বারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এ পত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব প্রোপ্রাইটরেরা এতৎ পত্রের সাহায্যকারি গ্রাহকদিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ সন্নিধানে বিনয় পূর্ব্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এতৎ পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দ্বারা যদি তাহা পরিবর্ত্ত হয় তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবেন।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রের রচনার নিদর্শন ঃ—

ধর্ম্মসভার গত বৈঠক।—আমরা এতৎপত্র প্রকাশের প্রথমে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি যে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বর্ত্তমান মন্দ রীতি নীতির পরিহার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির উপায়ানুসন্ধানে যত্ন করিব অতএব ধর্ম্মসভার কার্য্যাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে পাঠকবর্গ অন্যায় ও অসঙ্গত বোধ করিবেন না, যেহেতু কলিকাতা নগরস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তি অধিকাংশ মান্য ও ভদ্র হিন্দুগণ ঐ সভার মতেই তাবৎ গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও সামাজিকতাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত সভা সতীধর্ম্ম নিবারণের আইন রহিত করণার্থে ইংরাজী ১৮৩০ শালে

স্থাপিতা হয়, কিন্তু সভ্য মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে অতিশীঘ্র ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন এবং প্রাচীন সহানুগমন রীতির পরিবর্ত্তন দৃষ্টে অতিশয় ভীত হইয়া বিধর্ম্মিদিগের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্ন করিলেন এবং ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ সভ্যগণেরা স্বস্ব মতাবলম্বিদিগের নানা প্রকারে রক্ষা এবং ধর্ম্মদ্বেষিদিগের হিংসা করিতে সচেষ্টিত হইলেন। পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ; সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা অব্যবহার্য্য করেন। ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষত অতি সুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভাম্বিত হইয়া আছে ; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্ব২ বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহারদের পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন ; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তদ্‌বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি বর্ত্ম অতিশীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবেক। ধর্ম্মসভার সভ্যগণেরা এতদ্‌গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই। কতিপয় ব্যক্তি

* অর্থাৎ পরস্পর বাদানুবাদার্থক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহুবৎসরাবধি সভাপতি ছিলেন।

প্রথমত সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মসভার অশেষ চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন আর যে শিক্ষিত হিন্দু যুবাগণেরা অদ্যাবধি তাহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন এবং অহঙ্কার পূর্ব্বক তাহাদিগের নামোল্লেখ করেন। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের নাম অবগত আছি কিন্তু শিষ্টাচার ব্যতিক্রমবোধে এস্থলে উল্লেখ করিলাম না তথাপি ধাম্মিকাভিমানিদিগের প্রবোধার্থ এই মাত্র কহি যে তাঁহারা আপনারদিগের মিথ্যা ধর্ম্ম কোন প্রকারেই আর রক্ষা করিতে পারিবেন না ইহার প্রমাণ আপন২ বাটীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, আমরা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি যে কলিকাতা নগরস্থ প্রধান ও মান্য প্রায় তাবৎ পরিবারেরি যুবাগণেরা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া থাকেন এবং কেহ২ মদ্যপানানন্তর কখন২ এতাদৃশ অশিষ্টতা প্রকাশ করেন যে তদ্দৃষ্টে আমারদের অন্তঃকরণে অতিশয় খেদোদয় হয়। অতএব এই সকল অভিনব রীতিবর্ত্ম প্রচার ও হিন্দু মণ্ডলীর বুদ্ধি বিবেচনার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দেখিয়াও অদ্যাপি ধর্ম্মসভা লোক সকলকে মিথ্যা ভয় দর্শাইয়া কি আশ্বাসে স্বীয় জীর্ণ শরীরের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন।—'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর', ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৪২, ৭ম সংখ্যা।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা ঃ—সম্পূর্ণ ফাইল।

বিদ্যাদর্শন

স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ১৭৬৪ শকাব্দা, আষাঢ় (১৮৪২, জুন-জুলাই)। মূল্য মাসিক ১৲।

'বিদ্যাদর্শন' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারেব সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

'বিদ্যাদর্শনে'র ৪-৬ সংখ্যায় "শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথিমধ্যে স্থান২ হইতে যে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন…ঐ সকল লিপির অনুবাদ" এবং ৩-৫ সংখ্যায় "রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত" প্রকাশিত হয়।

'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াছিল।

'বিদ্যাদর্শন' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঃ—সম্পূর্ণ ফাইল।

সংবাদ ভৃঙ্গদূত

১২৪৯ সালে (১৮৪২ ?) নীলকমল দাসের সম্পাদকত্বে 'ভৃঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি দেড় বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। গুপ্ত-কবি ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে ১৮৪৮ সনে ইহা অল্প দিনের জন্য পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৫৬ সালে (১৮৪৯ সনে ?) ইহার প্রচার রহিত হয়।

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র

১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে "The Evangelist মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার বাম দিকে ইংরেজী অংশ এবং দক্ষিণ দিকে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় মুদ্রিত "ভূমিকা"য় পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে। ভূমিকাটি এইরূপ ঃ—

এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক [ব্যাপটিষ্ট] মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের চতুর্দ্দিকস্থ দেবপূজকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্ম্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভাতে তাঁহারদের নানা স্থানহইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা আমারদের অন্তঃকরণ আরো আনন্দিত হইল। তাহাতে সুতরাং আমারদের এতদ্দেশীয় ভ্রাতারা যাহাতে অনুগ্রহ এবং আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানেতে বৃদ্ধি পান এই নিমিত্ত আরো উপায় স্থির করিতে উদ্যুক্ত ছিলাম যেহেতুক এইক্ষণে আপন২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক ব্যতিরেকে তাহারদের জ্ঞান প্রাপণের অন্য কোন উপায় প্রায় নাই।

এই অভিপ্রায়েতে অনেক প্রকার গুরুতর প্রস্তাব করা গিয়াছিল তন্মধ্যে আমরা বোধ করিলাম যে বাঙ্গলা ভাষাতে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করা সদুপায় বটে। ঐ সম্বাদ পত্রের দ্বারা

এই দেশীয় আমারদের ভ্রাতারা মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধির এবং ভারতবর্ষ ও জগতের অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর বিষয়ে সকল গুরুতর সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন···।

'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। "৩ বালম। ১৮৪৫। নবেম্বর ডিসেম্বর। ৩৫, ৩৬ নম্বর" যুগ্ম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিলেন,—

সম্পাদকের উক্তি।—অনবকাশপ্রযুক্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্র উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইতে পারিল না। এইক্ষণে দুই মাসের একত্র প্রকাশ হওনের অভিপ্রায় যে ১৮৪৫ সালের পুস্তক সাঙ্গ করি। সেই অনবকাশপ্রযুক্ত আমারদের এই পত্রের সম্পাদকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল।···

পরন্তু এই দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা বোধ করিবেন না যে আমারদের ধর্ম্মবিষয়ক সম্বাদ প্রাপণের অন্য উপায় নাই। যেহেতুক বোধ হয় ১৮৪৭ সালের আরম্ভ অবধি মঙ্গলোপাখ্যান পত্রের সমাভিপ্রায়ক অন্য পত্র বাঙ্গলা ভাষাতে প্রকাশ হইবে।

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র সম্পাদন করিতেন—জে. রবিনসন।

'মঙ্গলোপাখ্যান' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—সম্পূর্ণ ফাইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

"কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন [রবিবার] দিবসে" তত্ত্ববোধিনী সভা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "ব্রহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।" *

১৬ আগষ্ট ১৮৪৩ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যায় (১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক ? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

---

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ আশ্বিন ও ১ ফাল্গুন ১৭৬৫ শক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্ব সাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কণ্ঠে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যটি মুদ্রিত থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সূচী এইরূপ :—

১। পত্রিকা প্রকাশের তাৎপর্য্য।

২। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের [১৭৬৫] গত ৪ বৈশাখে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

৩। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১ জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

৪। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

৫। মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এখনও জীবিত আছে। প্রথম বারো বৎসরের পত্রিকা অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১৭৮০ শকের পত্রিকা ব্যতীত সম্পূর্ণ ফাইল।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১৭৮০ শক।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ :—সম্পূর্ণ ফাইল।

কায়স্থ কৌস্তুভ

এই পুস্তকখানি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৪৪ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কায়স্থ কৌস্তুভ / অর্থাৎ / কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, / এবং / তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় বহু পণ্ডিত / সম্মত মীমাংসা দ্বারা প্রকাশিত হইল, / এবং / নানা শাস্ত্র হইতে / প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল। / ১ সংখ্যা / শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।…/ শকাব্দাঃ ১৭৬৬ সন ১২৫১ শাল ৩ শ্রাবণ। /

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ মার্চ ১৮৪৫ (২৯ ফাল্গুন ১২৫৫ সাল) এই সংখ্যার ভূমিকায় প্রকাশ :—

মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধর্ম্ম সনাতন হয়, ঐ স্বধর্ম্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন।…কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা (১) প্রথম সঙ্খ্যক কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থে নিশ্চয় প্রকাশ করা গিয়াছে, এইক্ষণে এই (২) দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে ঐ প্রথম ভাগের পোষকার্থে ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করণার্থে শাস্ত্রের বচন সকল শাস্ত্রাধীন যুক্তি দ্বারা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই দৃঢ়রূপে পণ্ডিতদিগের বোধার্থে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে।

'কায়স্থ কৌস্তুভে'র তৃতীয় সংখ্যার তারিখ—২৪ বৈশাখ ১২৫৫, ইংরেজী ১৮৪৮।

'কায়স্থ কৌস্তুভ'-এর ফাইল।—

শ্রীরামকমল সিংহ :—১-৩ সংখ্যা।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—২-৩ সংখ্যা।

সর্ব্বরসরঞ্জিনী

কতিপয় শিক্ষিত যুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ১২৫১ সালে (১৮৪৪) 'সর্ব্বরসরঞ্জিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।* ইহা দুই বৎসর কাল জীবিত ছিল।

* "...The seventh paper is *Sarbarasaranjini*, or sentimentalist, a weekly octavo of half a sheet, of recent origin and very limited circulation."—The *Friend of India*, 9 Jany. 1845.

সংবাদ রাজরাণী

গঙ্গানারায়ণ বসুর সম্পাদকত্বে 'সংবাদ রাজরাণী' ১২৫১ সালে (১৮৪৪ ?) প্রকাশিত হয়। ইহার স্থিতিকাল অল্প দিন। এই গঙ্গানারায়ণ বসুই 'সংবাদ দিবাকর' পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

পক্ষির বিবরণ

১৮৩৩ (?) সনে রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলী' প্রকাশ করিয়াছিলেন—পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ সনে পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. I." বাহির করেন।* ইহার মূল্য ছিল দশ পয়সা। ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথা বলা হইয়াছে।

'পক্ষির বিবরণে'র অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের ছিল; তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন :—"ভারতবর্ষীর পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।" কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, 'পক্ষীর বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যাই প্রকাশিত হয় নাই।†

'পক্ষির বিবরণ'-এর ফাইল।—

রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম খণ্ড।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

১২৫২ সালের "মকর সংক্রমণ দিবস" (১২ই জানুয়ারি ১৮৪৬) হইতে 'নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকা' পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৭ই মাঘ (১৯এ ফেব্রুয়ারি) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

> নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্র গত মাসাবধি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহার স্থূলাভিপ্রায়

---

* ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' (১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) পত্রে এই সংখ্যার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন।

† কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির পঞ্চদশ রিপোর্টের পরিশিষ্টে ১৮৫২ সনে সোসাইটির পুস্তকাবলীর একটি হিসাব আছে। বাংলা পুস্তকের মধ্যে 'পক্ষির বিবরণে'র কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেরই উল্লেখ আছে—অপর কোন খণ্ড বাহির হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ থাকিত। এই হিসাব-পাঠে আরও জানা যায়, প্রথম খণ্ড 'পক্ষির বিবরণে'র মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল দশ পয়সা।

অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সপক্ষতা বিষয় চন্দ্রিকা পত্রে ব্যক্ত করিয়াছি সম্প্রতি ঐ পত্রের তৃতীয় সংখ্যা আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে তদবলোকনে তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গেল যে তৎপত্রের সম্পাদক বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক নাস্তিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন…। *

নন্দকুমার কবিরত্ন এই কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা-যন্ত্রালয় ছিল "যোড়াবাগানের ১৮।২৪ নং ভবনে" এবং এই পত্রিকা "পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন" হইত। প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত থাকিত :—

একো বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ।

—০—

সদ্বিচারজুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে।

দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিয়া 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' মাসিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি (১২৬৩ সাল) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,…। প্রতিমাসে একবার পত্রিকা প্রকাশ হইবে হউক্ তাহাতে ফলবৈপরিত্য হইবেক না, যে রূপ দুই সংখ্যায় লেখা হইত সেই পরিমাণেই লেখা হইবেক। বরঞ্চ কদাপি অধিকাংশও লেখা যাইবেক।

'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' পত্রের ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা
চন্দননগর লাইব্রেরি
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
} কোন কোন বৎসরের ফাইল।

গয়া মোহন্তের লাইব্রেরি :—১ম বর্ষ।

* ১৩ জানুয়ারি ১৮৪৬ (মঙ্গলবার) তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' লিখিয়াছিলেন :—"A Bengalee paper styled *Nityo Dhurmanoo Runjeeka* was issued from a Native Press on Sunday last. Its principal object is to support the popular religion of the Hindoo, and oppose tooth and nail the spread of Vedantism or any creed other than the one it advocates. It is a bimonthly publication and will be distributed gratis to both the Laity and Clergy among the Hindoos..."

জগদুদ্দীপক ভাস্কর

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র। এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮৪৬ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা ছাড়া আরও চারিটি ভাষায়— ইংরেজী, হিন্দী, ফার্সী এবং উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানীতে প্রকাশিত হইত। কাগজখানি প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে—১৮৪৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরীদ-উদ্দীন খাঁ ইহার যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া "জিলা দিনাজপুরস্থ একজন ভাস্কর পাঠক" 'সম্বাদ ভাস্করে' একখানি পত্র প্রকাশ করেন। পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সম্বাদ ভাস্কর পত্রে ইণ্ডীয়ানসন নামক নূতন সমাচার পত্রের অনুষ্ঠান পত্র প্রচার হওয়ার সমাচার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সম্প্রতি নব্য সম্পাদক মৌলবি ফরিদুদ্দিন খাঁন সাহেব ঐ অনুষ্ঠান পত্র এ জিলাস্থ ব্যক্তিব্যূহের গ্রহণাশায় প্রেরণ করাতে তাহা বিলক্ষণ রূপ দৃষ্টি করা গেল,...।

আদৌ মৌলবী সাহেব একখানি কাগজে পঞ্চভাষা সংগ্রহ করার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন যদিও তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের ধন্যবাদ করা শ্রেয়ঃ কিন্তু ইদানীং ঐ পঞ্চ ভাষাতে পরিপক্ক ব্যক্তি অতি বিরল অতএব যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ভাষা মধ্যে এক কি দুই ভাষাজ্ঞ বটেন তাঁহারা অন্য২ ভাষা সহিত ঐ সমাচার পত্রের মূল্য অধিক ধার্য্য হওয়াতে তাহা গ্রহণ করা অবশ্য কঠিন গ্রহ করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন, যেহেতুক মৌলবী সাহেবের বহু মূল্যের পঞ্চভাষা সঙ্কলিত দীর্ঘে পিণ্ড কাগজ দ্বারা এক কি দুই ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল সমাচার জানিতে পারিবেন তাহা অন্যান্য বঙ্গ এবং পারস্য ভাষার অল্প মূল্যের কাগজ দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব অতএব অল্প ব্যয়ে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া বহু ব্যয়ের পক্ষে কদাচ সাধারণের মনোযোগ হইবেক না, এ অবস্থায় মৌলবী সাহেবের অন্য উপায় করা ভাল ছিল, তাহা এই যে বঙ্গীয় ব্যক্তিব্যূহের নিমিত্তে ইংরেজি এবং বঙ্গ ও পারস্য ভাষাত্রয়ের এক কাগজ এবং হিন্দুস্থানিদিগের কারণ ইংরেজি এবং উর্দ্দু ও নাগরি ভাষাত্রয়ের এক কাগজ অষ্ট পৃষ্ঠা পরিমাণে স্বতন্ত্র২ প্রস্তুত এবং প্রত্যেক কাগজের মূল্য দুই২ টাকা ধার্য্য করিলে তাঁহার লভ্যের হানি না হইয়া ঐ কাগজ গ্রহণে তাবতেই উৎসাহযুক্ত হইতেন অতএব এপর্য্যন্ত মৌলবী সাহেবের কাগজ প্রচার না হওয়া বিধায় যদি এইক্ষণেও তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে অবশ্য উত্তরকালে ফলদৃষ্টি করিবেন নতুবা যাহা ঘটিবেক তাহা পরে সকলেই দেখিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় ইংলিস এবং বঙ্গ ও পারস্য ভাষায় মৌলবী সাহেবের বর্ণ বোধ নাহি, কেননা আদৌ সমাচার পত্রের নাম করণেতেই উক্ত তিন ভাষাতে বিপরীত ভাব ঘটিয়াছে অর্থাৎ দৃষ্ট হইল ঐ সমাচার পত্রের নাম ইংলিস ভাষাতে 'ইণ্ডীয়ানসন' এবং পারস্য ভাষাতে 'দফত বেওয়াকেয়াত' এবং বঙ্গভাষাতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' লিখিত হইয়াছে, 'নাগর অক্ষরে কি লিখিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞান রহিত বিধায় জানিতে পারিলাম না' কিন্তু উক্ত তিন ভাষার নাম যাহা উপরে লেখা গেল তাহার অর্থ পরস্পর নিতান্ত অনৈক্য, ইংলিস ভাষায় যে নাম রাখিয়াছেন, তাহার অর্থ 'ভারতবর্ষের সূর্য্য' কিন্তু পারস্য ভাষার নামের অর্থ ঠিক বিপরীত,

যে হেতুক তাহার অর্থ 'ঘটনা পৃথক' এবং যদ্যপিও ইংলিস ভাষায় লিখিত সূর্য্য শব্দ বঙ্গভাষার নাম সহিত মেল হয় কিন্তু বঙ্গভাষাতে জগত শব্দ যে লিখিত হইয়াছে তাহা তাবৎ পৃথিবীকে বুঝায় 'ইণ্ডীয়ান' শব্দে কেবল ভারতভূমি যাহাকে হিন্দুস্থান বলা যায় তাহাই জ্ঞান লব্ধ হয় অতএব যদি মৌলবী সাহেব আপন পত্রকে ইংলিস ভাষায় লিখিতমত নাম করণের ইচ্ছুক ছিলেন তবে পারস্য ভাষাতে 'আফ্‌তাব হিন্দুস্থান' কিম্বা 'সমসুল হেন্দ' এবং বঙ্গভাষাতে 'ভারতুদ্দীপক ভাস্কর' রাখা উচিত ছিল···।—'সম্বাদ ভাস্কর,' ১ এপ্রিল, ১৮৪৬।

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সনের জুন মাসে। ইহার বার্ষিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ৪০৲ টাকা। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (জানুয়ারি-জুন ১৮৪৬) যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

The Indian Sun, Calcutta—Printed and published in the Indian Sun Press, old Madrasa, No. 101, Boitakhanah Street, by Moulavi Nussir-ud-din, for the Proprietor.

This is a weekly Journal which made its first appearance, on the 11th of June; and we desire duly to record its existence as one of the curiosities of our local Literature. It is a polyglott Newspaper, consisting at present of *ten* folio pages of ample breadth and length, and intended ere long to be enlarged to *sixteen* pages. Each page consists of five parallel columns in five different languages, viz., Persian, Hindi, English, Bengali, and Urdu or Hindustani. The subject matter is the same in all—being rendered or translated into each of these languages. The English occupies the central column, and is properly flanked and guarded on the one side by the Persian and Hindi versions, and on the other by the Bengali and Urdu equivalents.

The undertaking is evidently one which must involve no small outlay in the way of expense, and must entail no small exertion in the way of mental and physical labour. In this respect the project is really a bold one; and inasmuch as it appears to indicate the existence of a daring, adventurous and enterprizing spirit, the projector is entitled to all the credit which belongs to a new claimant for renown in the ranks of Literary chivalry.

This, however, is a grossly utilitarian age; and we fear that its busy partizans will have little respect for any manifestation of mere chivalry, whether in the walks of Literature or in the fields of ancient tournament.

...His Persian is too much Arabicized, his Urdu too much Persianized, and his Bengali too much Sanskritized, to be easily, if at all, intelligible to the great mass of readers. This, however, the natural fault of a man of erudition, will, we must hope, obtain its due correction from experience. (Pp. lxxi-lxxii.)

উপরিউদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইতেছে, 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সনের ১১ই জুন। কিন্তু ইহা দীর্ঘজীবী হয় নাই। 'সম্বাদ ভাস্করে'র পত্রলেখক এবং 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। তিন মাস যাইতে-না-যাইতেই 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ৩০ জুলাই ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ :—

Monday, July 27.—The *Indian Sun*, a paper published in five languages has set for ever, without, however, leaving the horizon in greater darkness than before. The plan of the paper was beyond the strength or resources of any man, European or Native ; ...

পাষণ্ডপীড়ন

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর-যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে আছে,—

> ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—'১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।'

দেখা যাইতেছে, পাষণ্ডপীড়ন ২০ জুন ১৮৪৬ (৭ আষাঢ় ১২৫৩) তারিখে প্রকাশিত হইয়া পর-বৎসরের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) বন্ধ হইয়া যায়। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায) "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন।" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।" *

সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা

১৮৪৬ সনের মে মাসের সংবাদপত্রে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এই বেদান্ত-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।† সভার মুখপত্র ছিল 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা'। এই মাসিক

* বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।—'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২ সাল), পৃ. ৩৪।

† The *Friend of India* for May 14, 1846.

পত্রিকা পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ২৭ আগষ্ট ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় দেখিতেছি,—

Thursday, August 20.—We have been favoured with the first number of a Native paper, the Suttusuncharinee, which has just issued from the Press. It is established by a portion of the large and increasing body who may be designated Hindoo Deists, who have been raised by education above the puerilities of idolatry,—the outward observances of which, however, they have not the moral courage to discard,—but instead of embracing the truths of the Gospel, have taken refuge in Vedantism.

'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন শ্যামাচরণ বসু। ১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে 'সত্যসঞ্চারিণী'ও বন্ধ হইয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু শ্যামাচরণ বসু নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া ২৯ কার্ত্তিক [১২৫৪] শনিবার দিবসে লোকান্তর গত হয়েন, শ্যামাচরণ বাবু সংবাদপত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, বিশেষতঃ এই প্রভাকর পত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ও রচনা দৃষ্টে তাবতেই তুষ্ট হইতেন, তিনি সাধারণ হিতজনক সকল বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী ও স্বভাবতঃ অতি সুশীল, সুধীর দয়ালু এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, উক্ত বাবু সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা প্রচার দ্বারা জগন্ময় সুখ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন।*

সমাচার জ্ঞানদর্পণ

১৭ অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখে ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকত্বে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২২এ অক্টোবরের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় পাইতেছি :—

Monday, October 19.—We learn from the *Englishman* that a new native paper has been started from the *Bhaskur* press from Saturday last. It promises chiefly to discuss questions of morality and religion, leaving aside politics, we presume, to its able brother the *Bhaskur*. So we have now three journals of different characters issuing from the Press, the *Bhaskur*, the politician ; *Rosoraj*, the satirist, and the *Gan Durpun*, the moralist.

'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৩৯) ইহার প্রচার রহিত হয়।†

---

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† কেদারনাথ মজুমদার ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন (পৃ. ৩১১) যে, 'জ্ঞানদর্পণ' "পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল, ১২৫৭ সালের অগ্রহায়ণের পর আর আবির্ভাব হয় নাই।" ১২৫৬ সালে এই সাপ্তাহিক পত্র যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ২রা বৈশাখ ১২৫৭ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে "গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পত্র"গুলির মধ্যে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণে'র নাম পাইতেছি। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিও কাগজখানির আয়ুষ্কাল লইয়া গোলে পড়িয়াছেন।

জগদ্বন্ধু

সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে (১৮৪৬) 'জগদ্বন্ধু' নামে একখানি মাসিক পত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

> মাঘ, ১২৫৪।...হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ ঘোষ অল্প বয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে মৃত হেয়ার সাহেবের ফণ্ড হইতে এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

'জগদ্বন্ধু' তুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

উপদেশক

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে, জে. টমাস কর্তৃক মুদ্রিত, এই মাসিক পত্র ১৮৪৭ সনের জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ছিল তুই আনা। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যার গোড়ায় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

> আভাষ। মঙ্গলোপাখ্যান নামে যে পত্রিকা কএক বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, তদ্দ্বারা বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থিক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, ইহাতে অনেকে মনে তুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় ঐ প্রকার এক পত্রিকা মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির করা গেল।

'উপদেশক' সম্পাদন করিতেন—পাদরি জে. ওয়েঙ্গার।†

মার্ডক লিখিয়াছেন, ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত 'উপদেশক' পরিচালন করিয়া সম্পাদক স্বদেশে গমন করেন। স্বদেশ হইতে ফিরিয়া, ১৮৬৩ সনে তিনি পুনরায় 'উপদেশক' প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই,—১৮৬৫ সনে ইহার প্রচার বন্ধ হয়।‡

'উপদেশক' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—১৮৪৭-৪৯ ; ১৮৫২-৫৩।
বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি :—১৮৪৭-৫৬।

---

* "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† The *Friend of India* for February 4, 1847.

‡ *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India*, p. 24.

দুর্জ্জন দমন মহানবমী

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৪৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (২৮ মাঘ ১২৫৩)।* প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই এই পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...ধর্ম্ম বিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোনমতে মতস্থির নাই, বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়া নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর মত স্থাপক হইতে চাহেন,—কোন২ ব্যক্তি অভিপ্রায় মত ধর্ম্মযাজন করাইয়া আপনি ধর্ম্মোপদেশক রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন,—তদতিরিক্ত কেহ২ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহবা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত্ত, কোন২ মহাত্মারা স্ত্রীলোকের-দিগকে স্বাধীনা করিতে উৎসাহী, কেহবা বিধবার বিবাহেতেই ব্যতিব্যস্ত কেহ২ পিতামাতার সহিত অনৈক্যতায় বিপরীত পথানুগামী হইয়া স্ব স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রতি দ্বেষ করত কর্ম্মকাণ্ডের পথে একে কালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন,—এরূপ ধর্ম্ম বিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সংপ্রতি দোষের আকর বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন, অতএব সর্ব্বদোষনিধি দুর্জ্জনদিগের দমন নিমিত্তে দুর্জ্জন দমন মহানবমী নামে এই পত্র প্রকাশ করিতেছি, প্রত্যাশা করি এতৎপত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দিদৃক্ষু ব্যক্তিরা অবশ্যই মনে প্রীতিযুক্ত হইবেন প্রাকৃত ভাষায় ভাষিত বোধে অমনোযোগ করিয়া এ অকিঞ্চনের আশার আশাকে হতাশ করিবেন না,...। সম্পাদক শ্রীমথুরামোহন দাস গুহস্য।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার শিরোদেশে ভূষণস্বরূপ এই চিত্র ও শ্লোক শোভা পাইত :—

ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

---

* কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩১০ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন :—"১২৫৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ" (২৮ মে ১৮৪৭) হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারিত হয়।

ইহা প্রথমে মাসে একবার বাহির হইত। দ্বিতীয় সংখ্যায় (১১ মার্চ ১৮৪৭) প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি হইতে তাহা জানা যাইবে :—

এই দুর্জ্জন দমন মহানবমী পত্রিকা প্রকাশের নিয়মিত দিবস স্থির করা যায় নাই, মাসের মধ্যে এক দিবস ইচ্ছামত প্রকাশ করা যাইবেক, মূল্য ।০ চারি আনা পরিমাণে স্থৈর্য্য হইয়াছে, পরে গ্রাহকের বৃদ্ধি বুঝিয়া মাসে বারদ্বয় প্রকাশ হইবেক,…।

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' মাসে দুই বার প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম কয়েক সংখ্যার তারিখ দিতেছি :—

১ সংখ্যা	২৮ মাঘ ১২৫৩		
২ "	২৮ ফাল্গুন "	—	১১ মার্চ ১৮৪৭
৩ "	২৮ চৈত্র "	—	৯ এপ্রিল "
৪ "	২৭ বৈশাখ ১২৫৪	—	৯ মে "
৫ "	২৫ জ্যৈষ্ঠ "	—	৭ জুন "
৬ "	৯ আষাঢ় "	—	২২ জুন "
৭ "	২৩ আষাঢ় "	—	৬ জুলাই "
৮ "	৭ শ্রাবণ "	—	২২ " "
৯ "	২১ শ্রাবণ "	—	৫ আগষ্ট "

চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ঠাকুরদাস বসু এই পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। পঞ্চম সংখ্যায় (৭ই জুন) নিম্নোদ্ধৃত "বিজ্ঞাপন"টি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের প্রথম সংখ্যাবধি এপর্য্যন্ত শ্রীযুত মথুরামোহন গুহ সম্পকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিয়মানুসারে পত্র সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন এইক্ষণে তাঁহার সাহায্য করণার্থ শ্রীযুত ঠাকুরদাস বসু তৎসহকারি সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহারা এই পত্র গ্রহণেচ্ছা করিবেন তাঁহারা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথবা গরানহাটা রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ৮নং বাটীতে উক্ত সম্পাদকদিগের নিকট অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন এবং অদ্যাবধি উভয় সম্পাদকের নামে বিল ইত্যাদি স্বাক্ষরিত হইবেক ইতি—

সম্পাদক শ্রীমথুরামোহন দাসগুহ।
ও শ্রীঠাকুরদাস বসু।

একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-পাঠে জানা যায়, ঠাকুরদাস বসুই শেষে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন।—

এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গ সমীপে বিনয় পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সম্পাদক শ্রীযুত বাবু মথুরামোহন গুহ কোন বিশেষ প্রয়োজনাধীন স্বীয় অর্দ্ধাংশ স্বত্বাধিকার আমার প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক পদত্যাগ করিলেন আমি এক্ষণে সমুদায় ভার গ্রহণ করত অদ্য হইতে পত্রিকা সম্পাদন করণে প্রবর্ত্ত হইলাম এই পত্রিকা একাল পর্য্যন্ত মাসিক বারদ্বয় প্রতিনবমী

তিথিতে প্রকাশিতা হইয়াছে কিন্তু তদ্দিনে আমার অনবকাশ প্রযুক্ত এক্ষণে পূর্ব্ববৎ যাবদীয় নিয়মের সহিত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রকটিতা হইবে…।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা-দোষে পূর্ণ।

প্রায় চারি বৎসর চলিয়া ১২৫৭ সালে ইহার প্রচার রহিত হয়।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—১৭শ সংখ্যা ছাড়া প্রথম পঞ্চাশ সংখ্যা (৭ এপ্রিল ১৮৪৯)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা।

সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন

১৫ এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখে 'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্র। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

> ১২৫৪, বৈশাখ। বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী মহাশয় ৩ বৈশাখ দিবসে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় জ্ঞানাঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।*

'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' পত্রের আবির্ভাবে ১৯ এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বহুবাজার নিবাসি অস্মদাদির প্রাচীন মিত্র বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারি মহাশয় কর্তৃক সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ভাষিত পূর্ব্ব প্রকাশিত বাঙ্গাল স্পেক্‌টেটরের ন্যায় অষ্ট পৃষ্ঠ পরিমিত এক সাপ্তাহিক সমাচারপত্রের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। তদেক প্রস্ত অস্মৎসমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপাঠে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতুক উভয় ভাষার অনুবাদে যে প্রকার ঐক্য রাখিয়াছেন ইহা অল্প পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে, প্রস্তাব এবং রচনাও উত্তম হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে ইংরাজী বাঙ্গালায় প্রকাশিত সমাচার দর্পণ, সংবাদ সারসংগ্রহ, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি, সংবাদ সৌদামিনী, বাঙ্গাল স্পেক্‌টেটর এবং ইবেঞ্জেলিষ্ট প্রভৃতি যে কএক পত্র প্রচলিত ছিল তাহা সমুদয়ই রহিত হওয়াতে সেই সকল পত্রের অভাবজন্য অস্মদাদির অন্তঃকরণে যে ক্ষোভ ছিল, এক্ষণে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন প্রকাশ হওয়াতে সে ক্ষোভ নিবারণের সম্ভাবনা।
>
> এক্ষণে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার এক সমাচারপত্রের যে আবশ্যক ছিল তাহা এই নবীন পত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; অতএব কি ইংলণ্ডীয় কি এতদ্দেশীয় স্বদেশ ও বিদেশস্থ মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি যে সকলে গুণগ্রাহী হইয়া উভয়

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

ভাষায় ভাবিত এই নবীন পত্রের প্রতি স্নেহ রাখিয়া আপন২ সৌজন্যতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি না করেন, যেহেতুক এবম্প্রকার সমাচার পত্র.প্রচলিত থাকিলে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা।*

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কাগজখানির অস্তিত্ব লোপ পায়। ১ বৈশাখ ১২৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পাইতেছি :—

১২৫৪, পৌষ। এই হিড়িকে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন পত্র মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'ও লিখিয়াছিলেন,—

Wednesday, December 15.—The *Sunbad Gyanunjun*, a Native paper in the Bengalee and English language, tells us that he likewise has been obliged to bend to the storm now raging in the commercial world, and suspend operations. The Editor takes his leave of his subscribers by informing them that his supporters consisted chiefly of those who were dependent on the houses which have become bankrupt, and that he has therefore been obliged to put the affairs of the journal into the hands of trustees, and retire from business.

হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়

এই মাসিক পত্র ১৮৪৭ সনের মে (?) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

১২৫৪, বৈশাখ। বিষ্ণু সভা সম্পাদক ধার্ম্মিকপ্রবর হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন।†

ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার জন্য যে ইহার জন্ম হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যায় :—

SUMMARY OF MONTHLY NEWS...

Friday, 7th May. ...The Hindu Dhurmochundrodoy, a native monthly, is started to defeat, it is said, the exertions of that sect of the Hindoos commonly known by the name of Bromos.—*The Oriental Observer* for May 1847.

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ কাব্যরত্নাকর

১৮৪৭ সনের ১৬ই জুন 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের‡ জন্ম হয়। গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

---

* Yates : *Introduction to Bengali Literature*, ii. 383 দ্রষ্টব্য।

† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

‡ 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৭ সনের ২৭এ জুলাই 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লিখিয়াছিলেন :—"The *Sungbad Pasund Peerun* and *Kabya Rutnakur* are two weeklies

১২৫৪, আষাঢ়। ৩রা আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্নাকর পত্রের জন্ম হয়।*

'সম্বাদ রসরাজ' বা 'পাষণ্ডপীড়নে'র ন্যায় ইহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। ইহার অভিভাবক ছিলেন—ভারত ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ভারত ভট্টাচার্য্য ও উমাকান্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি, 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ-পাঠে তাহা পরিস্ফুট হইবে,—

> উমাকান্ত [ভট্টাচার্য্য] কাব্যরত্নাকর ও জ্ঞানদর্পণ উভয় পত্র যোগ্য রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন যদিও রত্নাকর ভারত ভট্টাচার্য্যের নামে বিকাশমান আছে সে কেবল গৃহের দুই দ্বার মাত্র ভারত ভট্টাচার্য্য তাঁহারি রাসীস্থ নাম ব্যক্তান্তর নহে অতএব রত্নাকরের সম্পাদকীয়োক্তি গুপ্ত লেখা হইলেও তাঁহারি প্রকাশ্য লেখা বলিতে হয় এবং সত্যাতিসত্য জ্ঞান করা যায়,...।†

'কাব্যরত্নাকর' দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

প্রচলিত সাময়িক-পত্রের তালিকা—জুলাই, ১৮৪৭

২৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'দি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে তৎকালপ্রচলিত বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২৯এ জুলাই তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল। তালিকাটি এইরূপ :—

নাম		সংখ্যা	মাসিক মূল্য	অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
প্রভাকর	...	৬ খানি সপ্তাহে	১৲	১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	৬ খানি „	১৲	৮৷৴০
সমাচার চন্দ্রিকা	...	২ খানি „	১৲	১০৲
সম্বাদ ভাস্কর	...	১ খানি „	১৲	৮৷০
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	...	১ খানি „	॥০	৪৷০
সম্বাদ রসরাজ	...	২ খানি „	॥০	৪৲
পাষণ্ডপীড়ন	...	১ খানি „	৷০	২৲
কাব্যরত্নাকর	...	১ খানি „	৶০	১৲

---

published on Mondays and Wednesdays respectively, and containing satires and lampoons like the *Russoraj*." 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' কিছু দিন পরে—অন্ততঃ ১৮৪৯ সনে—পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, ২৫ জুন ১৮৪৯ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে প্রকাশিত, তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক-পত্রের নামের মধ্যে 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর'কে পাক্ষিক পত্রের তালিকাভুক্ত দেখিতেছি। কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি ইহাকে "দ্বি-সাপ্তাহিক" পত্র বলিয়াছেন।

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'—১৪ সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর ১৮৪৭ (৭ কার্ত্তিক, ১২৫৪)।

নাম	সংখ্যা	মাসিক মূল্য	অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
দুর্জ্জন দমন মহানবমী	২ খানি মাসে	।০	২৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা …	২ খানি "	।০	৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা…	১ খানি "	।০	৩৲
সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা	১ খানি "	।০	৩৲
জগদ্বন্ধু পত্রিকা …	১ খানি "	।০	৩৲
হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয় …	১ খানি "	।০	৩৲
উপদেশক …	১ খানি "	৵০	১॥০
বিদ্যাকল্পদ্রুম …	১ খানি ৩ মাসে	১।০ প্রতি সংখ্যা	—

হিন্দুবন্ধু

১৮৪৭ সনের আগস্ট (?) মাসে 'হিন্দুবন্ধু' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

১২৫৪, ভাদ্র।—হিন্দুবন্ধু নামে ধর্ম্মবিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সংবাদপত্রের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, 'হিন্দুবন্ধু' একখানি "সাপ্তাহিক পত্র" এবং ইহার সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ ভদ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি মাসিক পত্র। 'ধর্ম্মরাজ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১২৫৯) "উদ্দেশ্য" শীর্ষক প্রস্তাবে আছে :—

কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহনগরীতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাতিপক্ষিক 'হিন্দু বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকটিত হইয়া প্রায় চারি মাস কাল জীবিত ছিল, তাহার কার্য্যাদি অতি সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইত, যে হেতু, এমত পত্র প্রকাশিত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয় বটে, তাহাতে সেই হিন্দু বন্ধুর প্রতি প্রায় পঞ্চ শত ব্যক্তি বন্ধুতা প্রদর্শন করত গ্রাহক হইয়া যথানিয়মে বেতন প্রদান করিতেন, কিন্তু কেমন দ্বেষাচার যে কোন মতেই একতার সংস্থিতি হইতে পাইল না, যে মহাশয় প্রধান ছিলেন, তাঁহার আন্তরিক অর্জ্জন স্পৃহার আধিক্য হইয়া হিন্দুবন্ধুর বেতন যাহা কিছু আদায় হইত তাহার সমুদায়ই তিনি হস্তগত করিয়া লইতেন, এমতে সুতরাং অপরাপর অধ্যক্ষদিগের সহিত তাঁহার ভাবান্তর হইয়া উঠিল, সেই অনৈক্যই কাল স্বরূপ হইয়া হিন্দুবন্ধুকে একজন অকৃতী কুশূল প্রহাপ্রভুহস্তে সমর্পিত করিল, তৎপরে কথঞ্চিদ্রূপে একবার মাত্র প্রকাশ পাইয়া অকৃত সম্পাদনেই সেই পত্র লীলাসম্বরণ করে। এই ক্ষণেও অনেকে সেই মত হিন্দুবন্ধুর নিমিত্ত শোচনা করেন।…

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

জ্ঞানসঞ্চারিণী

১৮৪৭ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

১২৫৪, ভাদ্র। পুস্তকের আকারে জ্ঞানসঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।*

গঙ্গানারায়ণ বসু ইহা প্রকাশ করেন। ইহার স্থিতিকাল তিন বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ

১৮৪৭ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর হইতে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

১২৫৪, ভাদ্র।...জিলা রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়।†

রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা পরিচালন করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক হন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নূতন সম্পাদকের একখানি পত্র উদ্ধৃত হয়। তাহাতে আছে,—

...সহযোগি ভ্রাতাদিগকে এবং করুণাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণকে যথা বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক আমি অদ্য রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রের সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলাম।

হে পাঠকবর্গ, এক শোকবার্ত্তা শ্রবণ করুন, এতৎপত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক বাবু গুরুচরণ রায় জরাদি নানা রোগে প্রায় বর্ষাবধি কাতর থাকিয়া গত ৩রা ভাদ্র [১২৫৮] এতন্মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন,...। শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়। ১৭ আগস্ট ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ ঃ—

সন ১২৬৪ সাল। শ্রাবণ মাসের ঘটনাবলীর সংক্ষেপ বিবরণ।—...ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র উঠিয়া যায়।

সংবাদ সাধুরঞ্জন

'পাষণ্ডপীড়ন' বন্ধ হইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা

---

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোহনুরঞ্জনঃ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পর-বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। কি অবস্থায় ইহার প্রচার বন্ধ হয়, তাহা ৫ আষাঢ় ১২৬৬ (১৮ জুন ১৮৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

কি কারণে সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র মাসত্রয় * হইল অপ্রকাশ রহিয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তদ্বিবরণ বিদিত করা আবশ্যক বোধ করিলাম, গুণাকর প্রভাকর পত্র গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, যে এতৎ পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নীতি, ইতিহাস ও বিবিধ সৎপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশকরণার্থ উক্ত পত্রের সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্যগুণে সাধুরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই আপনার নামানুরূপ কার্য্য-সাধন করাতে সাধারণ-সমাজে সম্যক বিধায়েই আদর প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আমোদিতা হইতেন, এবং কেহ কেহ তাহাতে প্রকাশার্থ কবিতা লিখিয়াও পাঠাইতেন, সাধুরঞ্জন পত্র এই ভারতবর্ষের বহুদেশে এইরূপে সমাদৃত হইলে কলিকাতার সরিফ সাহেব তাহাতে আপন কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিবেচনা করিলেন, সাধুরঞ্জন পত্রে যখন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সকল আসিতে আরম্ভ হইল তখন তাহা আর আপনার নামে রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে তাহার সম্পাদক নামে পরিচিত করিলেন, নবকৃষ্ণ রায় ঐ সময়ে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে থাকিয়া মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, সাধুরঞ্জনের লিপিকার্য্য কি অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ

---

* ২০ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয় :—"আমারদিগের সহকারি সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় মাসত্রয় হইল, সাধুরঞ্জন অপ্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বৈশাখ [১২৬৬] মাসেও সাধুরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে,…।"

ছিল না, প্রভাকর সম্পাদক ও তাঁহার সহকারিরাই তাহার সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন, শ্রীমান নবকৃষ্ণ রায় কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

পরন্তু ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে উক্ত নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রকাশকরণের প্রার্থনা করাতে আমরা বলিলাম যে, সাধুরঞ্জন পত্র স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হইবেক, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাধুরঞ্জনের স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না, যেহেতু তাহা তোমার সম্পত্তি নহে, তোমার নামে কেবল বেনামী করা হইয়াছিল, একথা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আপনার শেষ উইলপত্রে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিস্তর ভদ্রলোকেও ইহার সাক্ষি আছেন, আমারদিগের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নবকৃষ্ণ রায় কোন কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া এক [দিবস] আমারদিগের অজ্ঞাতসারে সরিফ সাহেবের কার্য্যালয়ে [গমন করিয়া] সাধুরঞ্জন পত্রের সরিফ সেলের বিজ্ঞাপনের যে ছয় মাসের বিলের টাকা ছিল, তাহা আনয়ন করেন, আমরা তাঁহাকে এই অন্যায় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া রজনীযোগে যন্ত্রালয় হইতে সাধুরঞ্জন পত্রের হেড অর্থাৎ শিরোভূষণ এবং রূল ইত্যাদি লইয়া এক মাসের অধিক হইল, প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এইক্ষণে লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াইতেছেন, যে সাধুরঞ্জন যখন তাঁহার নামে ছিল, তখন তাঁহারই কাগজ অন্য যন্ত্র হইতে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু সংবাদ পত্র প্রকাশ করা সকলের সাধ্য নহে।

সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র কয়েক মাস অপ্রকাশ থাকিবার মূল কারণ, অতি সংক্ষেপে উপরিভাগে লিখিলাম, অধুনা ঐ পত্র পুনঃপ্রকাশে আমরা বিশেষরূপেই যত্নবান আছি, তাহাতে যদ্যপি একান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি তবে সাধুরঞ্জনের পরিবর্ত্তে অপর পত্র প্রকাশ করিয়া অনুগ্রাহক পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরণ করিব।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে বিশ্বাসপাত্র ও অতি আত্মীয় বিবেচনা করিয়াই বিশুদ্ধস্বভাব ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নামে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমারদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, ইহাতে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও আত্মীয়··· ধর্ম্মসংহারক ব্যতীত আর [কি বলিতে] পারি? ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গ্রাসাচ্ছাদন ও পুস্তকাদি ক্রয় করণের টাকা দিয়া তাঁহার বিদ্যানুশীলনবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনবিষয়ে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই, এবং তাঁহার পরলোকগমন হইলেও আমরা নবকৃষ্ণ রায়কে সর্ব্ববিষয়েই সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম, তাঁহার প্রতি এক দিবসের নিমিত্তও স্নেহশূন্য হই নাই, প্রভাকর যন্ত্রালয়ের অনেক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি পরিতাপ! তাঁহার এমত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল যে, অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমারদিগের সেই সুদৃঢ় স্নেহরজ্জুকে একেবারে ছেদ করিয়া গেলেন। বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলে লোকের এইরূপ অবস্থানন্তর ঘটিয়াই থাকে, কতিপয় কুচক্রির কুপরামর্শ শ্রবণ করত সাধুরঞ্জনের হেড চুরি ও টাকা হরণ করিয়া অভিমানভরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিয়া সম্পাদক হইবেন, অধুনা তাঁহার কুচক্রকারি কুমন্ত্রিগণ কোথায়! কৈ সাধুরঞ্জন পত্র প্রকাশ হইল না?

ইহার পর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্র আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাগজখানির নাম 'সংবাদ দ্বিজরাজ'। ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়—১৮৫৯ সনের ১৯এ সেপ্টেম্বর। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রকাশ :—

> ...সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক।

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১৫ চৈত্র ১২৬০ তারিখের সংখ্যা।

বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ :—১২৬৪ ও ১২৬৫ সাল (অসম্পূর্ণ)।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঢাকা :—১২৬৪ সালের কয়েক সংখ্যা।

সংবাদ সুজনবন্ধু

'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭?) 'সুজনবন্ধু' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।* নবীনচন্দ্র দে ইহার প্রকাশক। ইহা অল্প দিন চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৫০ সনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন—

> মাঘ, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক সংবাদ সুজনবন্ধু পত্র পুনঃ প্রকাশ হয়। †

এবারও কাগজখানি মাস-খানেক চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

সংবাদ দিগ্বিজয়

'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭?) জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে 'সংবাদ দিগ্বিজয়' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।‡ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ইহা জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। 'সংবাদ দিগ্বিজয়' অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

---

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

‡ "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

সংবাদ মনোরঞ্জন

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭?) "জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে সংবাদ মনোরঞ্জন নামে এক নূতন পত্র উদিত হইয়াছে।"*

গোপালচন্দ্র দে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। স্থিতিকাল অল্প দিন।

আক্কেলগুড়ুম

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭?) 'আক্কেলগুড়ুম' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

> ১২৫৪, পৌষ। ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 'আক্কেল গুড়ুম' নামে এক পত্র প্রকাশ হইয়া অনেককেই আক্কেলগুড়ুম মক্কেল চাক দেখাইতেছে।†

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে পাক্ষিক পত্র বলিয়াছেন, কিন্তু 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত "তিরোধান প্রাপ্ত" সাপ্তাহিক পত্রের তালিকায় ব্রজনাথ বন্ধু-সম্পাদিত 'আক্কেলগুড়ুম'-এর নাম দেখিতেছি। কাগজখানি চারি মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ রত্নবর্ষণ

১৮৪৮ সনের জুন মাসে ভবানীপুর হইতে 'সংবাদ রত্নবর্ষণ' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২০ জুন ১৮৪৮ তারিখে 'দি ক্যালকাটা ষ্টার' নামক ইংরেজী দৈনিক লিখিয়াছিলেন :—

> *A Newspaper on a Novel Plan.*—Yesterday's *Probhakur* announces the birth of a new Bengallee newspaper. It has been started by a number of young men at Bhobanipore. It is a bi-monthly publication, to issue on the 1st and 15th of every month, and is called the *Rothnoborshon.* But the most novel circumstance connected with the undertaking is that no fixed or stated sum will be charged for it; it being left with the readers to give just what each wishes, though it is not to be less than two annas.

ইহার সম্পাদক ছিলেন মাধবচন্দ্র ঘোষ এবং ইহার স্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ।

---

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)

সংবাদ মুক্তাবলী

পাদরি লং 'সংবাদ মুক্তাবলী'র প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিবপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। ১০ এপ্রিল ১৮৪৯ (২৯ চৈত্র ১২৫৫) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি দেখিতেছি ঃ—

> সংবাদ মুক্তাবলী। কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রামে সংবাদ মুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে, আমরা এপর্য্যন্ত উক্ত সমাচারপত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েক মাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই,…।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য কাগজখানির পরিচালক এবং আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৎসরখানেক চলিবার পর 'সংবাদ মুক্তাবলী'র প্রচার রহিত হয়।

সংবাদ অরুণোদয়

'সংবাদ অরুণোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার প্রকাশকাল ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

> গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'সংবাদ অরুণোদয়' নামক এক নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানন্তর সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে।*

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ কৌস্তুভ

'সংবাদ কৌস্তুভ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা ১২৫৫ সালের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৪৮) প্রকাশিত হয় বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন।† গোপালচন্দ্র

---

* 'সংবাদ প্রভাকর,' ৫ আশ্বিন ১২৫৫ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮), পৃ. ৩।

† ৮ জানুয়ারি ১৮৪৯ তারিখের 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে আছে ঃ—"সংবাদ কৌস্তুভকার মহাশয় অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ রঙ্গ ভঙ্গ পূর্ব্বক অঙ্গ নাড়িয়া স্বীয় অঙ্কের লাবণ্য দর্শাইতেছেন, ভাল,…।"

মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে প্রকাশ, মহেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কাগজখানির সম্পাদক, এবং ইহা অল্প দিনই জীবিত ছিল।

জ্ঞানচন্দ্রোদয়

১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে ?) রাধানাথ বসু কর্ত্তৃক 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয় বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন। ইহার স্থিতিকাল দুই মাস বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর

'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (১৮৪৮ সনে ?) প্রকাশিত হইয়া বৎসরের শেষাশেষি অদৃশ্য হয়। ১৮৫১ সনে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত "তিরোধান প্রাপ্ত" সাময়িক-পত্রের একটি তালিকায় 'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকরে'র সম্পাদকরূপে বিশ্বম্ভর করের* নাম পাইতেছি।

সংবাদ দিনমণি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে ?) 'সংবাদ দিনমণি' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, এবং সেই বৎসরেই উহার প্রচার রহিত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ ব্যঙ্গরচনা স্থান পাইত। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহার পরিচালক ছিলেন— শম্ভুচন্দ্র মিত্র।

সংবাদ রসসাগর

'সংবাদ রসসাগর' পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পাদরি লং ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজখানি যে ১৮৪৯ সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা সন্দেহ করা চলে না; কারণ, ২৫ জুন ১৮৪৯ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে পাইতেছি :—

> We were not aware of the existence of a weekly publication in Bengalee, under the designation of *Rusa Saagara*, till last Tuesday, when we had the pleasure of receiving the fifteenth number of the paper,...It is published at Molunga in the house of the editor Baboo Khettermohun Banerjea.

---

* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ব্রজনাথ বসু'র, পাদরি লং (*Cat.*, পৃ. ৬৮) একবার 'বিশ্বম্ভর ঘোষ', আবার অন্যত্র (*Returns*, 1859) 'তারিণীচরণ রায়'-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে লিখিত হইয়াছিল :—

> সম্পাদক মহাশয় আমরা দেখিতেছি এতন্নগরে এক অভিনব ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রসসাগর সম্পাদক হইয়া তাবৎ সল্লোকদিগের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন…।*

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে 'সংবাদ রসসাগর' বারত্রয়িক হয়। ১৮৪৯ সনের ২৬এ নবেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লিখিয়াছিলেন :—

> We are requested to announce that the *Rasasagur*, a Newspaper in Bengalee, will from the 1st of next month, be published thrice a week, at the price of 8 annas a month....

১৫ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

> শ্রাবণ, ১২৫৭। এই মাসের প্রথম দিবসে আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগি রসসাগর সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।†

ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ করিতেন।‡

১৮৫২ সনের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজখানির নাম বদল করিয়া 'সংবাদ সাগর' নাম রাখেন। গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

> আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৪ এপ্রিল ১৮৫২।

'সংবাদ সাগর' পত্রের একটি সংখ্যা আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। ইহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি অন্যত্র দেওয়া হইল। পত্রিকার শেষে এই অংশটি আছে :—

> এই পত্র প্রতি সোমবার ও বুধবার এবং শুক্রবার প্রত্যূষে খিদিরপুরস্থ ৺বাবু রামকমল

---

* 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী', ৭ এপ্রিল ১৮৪৯ (২৬ চৈত্র ১২৫৫), পৃ. ৯৯।

† "১২৫৭ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ২ বৈশাখ ১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১)।

‡ শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ 'রঙ্গলাল' পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় ক্ষেত্র মোহন 'রস মুদ্গার' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে 'রসসাগরের' উল্লেখ মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাহাতে এক্ষণে আমাদের সন্দেহ নাই।". গুপ্ত-কবির লেখায় মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটে নাই। যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়াই, একমাত্র পাদ্রি লঙের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, মন্মথবাবু এতটা "নিঃসন্দেহ" না হইলেই পারিতেন।

মুখোপাধ্যায়ের স্কুলবাড়ী নামক ভাড়াটিয়া বাটী হইতে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ ছয় টাকা, পশ্চাদ্‌মূল্য ৮ আট টাকা।

রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

> রসসাগর রসহীন হইয়া সাগর দেহ ধারণ করত সংপ্রতি কিছুদিনের নিমিত্ত প্রবাহ শূন্য হইলেন।

তিনি এই সংখ্যায় "মৃতপত্রের নাম"-এর যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতেও 'সাগর'-এর উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ১২৬০ সালের পূর্ব্বেই 'সংবাদ সাগর' বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৫৩ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৬০) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন ঃ—

> আমারদিগের জীবনাধিক স্নেহান্বিত সল্লেখক সুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ বশতঃ সাগরপত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয় সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সাদরে সেই পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতৎপ্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক নয়নান্তপাত করিবেন। দুঃখের বিষয় এই, যে, যত্ন মাত্র না করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোদ্ভব অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইতাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জন-সমূহের পক্ষে অত্যন্ত শ্রুতি সুখকর এবং উপকারজনক তিনি লিপিকার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার সংহার করিয়া পাঠকগণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সদুপদেশের বিনিময়ে অসদুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক বালিকা ও যুবক যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগ্যে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছুমাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয় বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক, সেইরূপ গ্লানিজনক গ্লানিসূচক পাপপূরিত পত্র সকল কেবল অশেষ অসুখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশালা শূন্য থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না! নিন্দক লেখকেরা অস্মদাদির অনর্থক গ্লানি লিখিয়া যত সুখি হইতে পারে হউক, তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপো করি না, কিছুই দুঃখ বোধ করি না, বরং আনন্দ লাভ করিতেই থাকি। কারণ তাহারা ঝাঁটা স্বরূপ হইয়া আমারদিগের সমল অন্তঃকরণকে পরিষ্কার পূর্ব্বক নির্ম্মল করিতেছে। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাহারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথার্থ মঙ্গল করুন। কিন্তু তাহারা যেন এমত বিবেচনা করে না, যে, মনুষ্যকে ভয় দেখাইয়া নীরব করণ, কটু কহিয়া প্রভুত্ব স্থাপন, দাম্ভিকতা দ্বারা কাল যাপন, এবং অলীকরূপে নিন্দা লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখ ভোগ করণ, ইত্যাদিই পরমেশ্বরের করুণার দ্বারা হইয়া থাকে। সে ভ্রম মাত্র, চাতুর্য্য, ছলনা নিন্দাবাদ,

সংবাদ সাগর

পুরাতন সংখ্যা ৪৪১ } ৩০ আষাঢ় সোমবার ১২৫৯ সাল। ইং ১২ জুলাই ১৮৫২ সাল { নূতন সংখ্যা ৪০।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

—০০—

১ জুলাই ১৮৫২।—শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র রায়, কানমগো ঠাকুর বুকস হেওয়ারী এবং ই, সি, ক্রানটর সাহেব চিটা গাংয়ের কেরি অস্তের মেম্বর হইবেন।

২ জুলাই ১৮৫২।—শ্রীযুক্ত ই, ই, উডকে সাহেব বালেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কালেকটর এবং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এনবিলি সাহেবের অনুপস্থান কিম্বা অপরাজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সি, ই, লান্স সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

৫ জুলাই ১৮৫২। শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী যিনি রাজশাহির ছাপারা দেশের মুন্সেফ ছিলেন তিনি প্রথম শ্রেণীস্থ মুন্সেফ পদে উন্নত হইবেন।

সংবাদ সাগর

৩০ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

—০—

বিডস সাহেব।

উকিল বিডস সাহেবের নাম বোধ করি পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারিবেক তিনি এক বার কোমর বান্ধিয়া ছইল টাকসের মোকদ্দমা প্রধান বিচারালয়ের ব্যবস্থাধীনে আনিয়া কমিসনর ও তৎনিয়ম সংস্থাপনাকাজ্ঞিক দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি স্বস্ব গৃহের দ্বারে আলোক দিবার যে এক নূতন ফন্দি উঠিয়াছে তাহা নিবারণ করণ জন্য পুনঃরায় কোমর বান্ধিয়া সুপ্রিম কোর্টে গত বৃহস্পতিবারে এক মোসন করিয়াছিলেন, বিজ্ঞবর বিচার পতিগণ ঐ বিষয়ে মনোযোগ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, পরে কি হয় বলা যায় না।

—০০—

শ্রীরামপুর হইতে শশধর নামক এক নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ হইয়াছে শ্রুত হইলাম, কিন্তু অদ্যাবধি তাহা আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

—০০—

আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিয়া এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত হইলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে সুখচর গ্রামে এক সামান্য জাতির স্ত্রী মদনোন্মত্তা হইয়া স্বীয়া উপপতি সম্ভোগে নিযুক্তা থাকন কালীন ঐ দুশ্চরিত্রার এক ৮।১০ বয়স্ক সন্তান তাহা দেখিয়াছিল, ব্যভিচারিনী আপন দুষ্কর্ম্ম সংগোপন করিবার উপায় অন্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া স্বহস্তে আপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, হায়! কি পরিতাপ মদনরাজ কিনা করিতে পারেন?

—০০—

রাসমনী দাসী ও মথুরমোহন বিশ্বাস এই দুই মান্য মহাশয়ের ছাড়াছাড়ি এবং টাকা ভাঙ্গা ভাঙ্গির বিষয় প্রায় সকলেই সুবিদিত আছেন, তাহা আমারদিগের লেখা বাহুল্য, শ্রীমতি রাসমণির সুপাত্র দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ যে সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক মথুরমোহনের প্রতি সুপ্রিমকোর্টে যে অভিযোগ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থ প্রাড্‌বিবাকগণ অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া রাসমণির পক্ষে ডিক্রি দিয়াছেন, মথুর বাবু এক্ষণে "পুনঃ মূসিকা ভব" হইলেন, দেখা যাউক পরে কি হয়, বাবুজি কি শ্রীমতির পর থাকেন, কি পুনরায় আপনার হন, যদ্যপি পর থাকেন, তবেই পেঁচাপেঁচি, নতুবা আপনার হইতে পারিলে, "শাঙ্কর চিলের ঘটিবাটী গোদা চিলে মুখে নাথি।"

['সংবাদ সাগর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

তোষামোদ পরগ্লানি, পরপীড়ন প্রভৃতি পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সকলের সহিত সদ্ভাব করাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব হে সহযোগিগণ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযূষ সত্ত্বে কেন হলাহল লইয়া দানববৎ ব্যবহার কর। কোকিল কাহাকে রাজ্য প্রদান করে নাই, কাক কাহারো সর্ব্বস্ব হরে নাই, জীব কেবল মুখের দোষেই ত্যাজ্য ও মুখের গুণেই পূজ্য হইয়া থাকে।

"শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণী সহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যত্তপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্রপ্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদ পত্র সম্পাদনীয় ব্রতোদযাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দা। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

'সংবাদ সাগর' পত্রের ফাইল।—

শ্রীসুকুমার হালদার, রাঁচি :—১২ জুলাই ১৮৫২ তারিখের সংখ্যা।

বারাণসী চন্দ্রোদয়

এক জন প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কাশীতে বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবাদপত্রের নাম 'বারাণসী চন্দ্রোদয়'। ইহা লিথোয় মুদ্রিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কাশীবাসকালে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এই পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২ মে ১৮৪৯। পত্রিকা-সম্পাদনে উমাকান্তের অভিজ্ঞতা ছিল; তিনি ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হইলে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হয় :—

The city of Benares now boasts of a Bengallee newspaper, called the *Varanashi Chandrodaya*, the first number of which was issued on the 2nd instant. It will be published once a week, on every Wednesday, at the price of 8 annas per mensem, and has been set up by Umacaunt Bhuttacharjea, formerly editor and proprietor of the

Gyan Durpun, one of the native journals published in this city.—The *Hindu Intelligencer*, 14 May, 1849.

'বারাণসী চন্দ্রোদয়' এক বৎসর জীবিত ছিল।

সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা

'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র ১৮৪৯ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—

প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাহার নাম 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' আমরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, সম্পাদকেরা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় আপনারদিগের উৎকৃষ্টাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি প্রতিজ্ঞানুরূপ লিখিতে পারেন তবে অবশ্য যশস্বী হইবেন···আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম···

এই চরাচর জগন্মণ্ডলে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ও তত্তৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক বহুতর পত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম ঐ সমগ্র ধর্ম্মের মূলীভূত হইয়াছে, এই মূল ধর্ম্মের প্রকাশক কোন পত্র ছিল না, তাহাতে সত্যধর্ম্মপরায়ণ জনগণের উৎসাহ অতি অনুন্নত থাকাতে আমরা বিশেষ যত্নবন্ত হইয়া এই 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নাম্নী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্য রূপ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকর্ত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন।*

গোবিন্দচন্দ্র দে এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার মাত্র একখানি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি

১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' বাংলা সাময়িক-পত্র প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ দিতেছি :—

১৮৪৭ সনের জুলাই মাসে আমরা তৎকালপ্রচলিত ১৬ খানি বাংলা সংবাদপত্রের নামযুক্ত একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদবধি এ-পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা নিম্নে এই সকল পত্রের একটি তালিকা দিলাম; তালিকাটি যত্নে প্রস্তুত, এবং নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

প্রাত্যহিক :— (১) প্রভাকর, (২) পূর্ণচন্দ্রোদয়।

বারত্রয়িক :— (৩) ভাস্কর।

দ্বিসাপ্তাহিক :—(৪) চন্দ্রিকা, (৫) রসরাজ।

* 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৩ জুন ১৮৪৯ (১০ আষাঢ় ১২৫৬), পৃ. ১২৫-২৬।

সাপ্তাহিক :—(৬) গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্, (৭) সুজনবন্ধু, (৮) অরুণোদয়, (৯) সংবাদ কৌস্তুভ (?) (১০) সংবাদ জ্ঞানদর্পণ (?), (১১) ভৃঙ্গদূত, (১২) সাধুরঞ্জন, (১৩) জ্ঞানসঞ্চারিণী, (১৪) মুক্তাবলী, (১৫) জ্ঞানচন্দ্রোদয়, (১৬) রসসাগর, (১৭) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।

পাক্ষিক :— (১৮) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, (১৯) দুর্জ্জন দমন মহানবমী, (২০) কাব্য রত্নাকর।

মাসিক :— (২১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২২) সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা, (২৩) উপদেশক, (২৪) হিন্দু ধর্ম্মচন্দ্রোদয়।

ত্রৈমাসিক :— (২৫) বিদ্যাকল্পদ্রুম।

দেখা গেল, সর্ব্বসমেত ২৫ খানি বাংলা সাময়িক-পত্র এখন চলিতেছে ;—২ খানি দৈনিক, ১ খানি বারত্রয়িক, ২ খানি দ্বিসাপ্তাহিক, ১২ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, এবং ১ খানি ত্রৈমাসিক। ইহার মধ্যে রংপুরের 'বার্ত্তাবহ', বারাণসীর 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' এবং শ্রীরামপুরের 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রকাশিত হয় না। গতবারে (১৮৪৭ সনে) আমরা যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছি তাহার মধ্যে তিনখানি কাগজ—'পাষণ্ডপীড়ন', 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা,' এবং 'জগদ্বন্ধু পত্রিকা' লোপ পাইয়াছে। গত বারে লিখিবার পর যে-সব নূতন সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র 'হিন্দুবন্ধু'রই প্রকাশ রহিত হইয়াছে।

সংবাদ রসমুদ্গর

১৮৪৯ সনের জুলাই (?) মাসে 'সংবাদ রসমুদ্গর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। গুড়গুড়ে (গৌরীশঙ্কর) ভট্টচাযের 'রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধের জন্যই ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ :—

> আষাঢ়, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ রসমুদ্গর নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।*

কয়েক মাস পরেই—১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর হইতে কাগজখানিকে "অর্দ্ধসাপ্তাহিকে" পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। ২৬ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লিখিয়াছিলেন :—

> We are requested to announce that the...*Rasomudgar*, another periodical will from the 1st of next month, be published...twice a week.

কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যকর হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। 'রসমুদ্গর' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

---

* "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।
পাদরি লং (*Returns* etc., 1859) এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('নবজীবন', আষাঢ় ১২৯৩ 'গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর পরিবর্ত্তে 'ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর নাম দিয়াছেন।

কৌস্তুভ কিরণ

১৮৪৯ সনের আগষ্ট মাসে 'কৌস্তুভ কিরণ' নামে মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ ঃ—

ভাদ্র, ১২৫৬। শ্রীযুত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কৌস্তভ কীরণ নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ পায়। *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ইহাকে "মাসিক পত্র" বলিয়াছেন। কিন্তু 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ইহাকে "bi-monthly" বলিয়াছেন। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' প্রকাশ,—

In the course of last week, two new publications in Bengalee have reached our hands :—the one, a lithographed weekly...the *Varanasi Chandrodaya*,—...and the other a printed bi-monthly periodical under the title of *Kaustabha Kirana*. Its object is to inform the native community, who are unacquainted with the different ramifications of Sanscrit learning, of the nature and extent of those sciences and arts which their ancestors cultivated with so much success....

কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র। ইহা তুই বৎসর পরে ১২৫৮ সালে বন্ধ হইয়া যায়।

মহাজনদর্পণ

১৮৪৯ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে জয়কালী বসু 'মহাজনদর্পণ' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

ভাদ্র, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু জয়কালী বসু কর্ত্তৃক মহাজনদর্পণ নামক এক দ্রব্যমুল্যের পত্রিকা প্রকাশ হয়। †

'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার'ও ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন ঃ—

A Commercial paper in Bengallee, under the designation of 'Mahajun Durpun,' or the 'Merchant's Looking-glass' has just made its appearance, and is being published daily, at the low rate of two rupees per month ;...

ইহা কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। বাংলায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম।

ভৈরবদণ্ড

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদ রসরাজ' প্রকাশ করিয়া এবং তাহাতে গালিগালাজ ও কুরুচির পরিচয় দিয়া শত্রু বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 'রসরাজের' সহিত মসিযুদ্ধের জন্য ১৮৪৯

* "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়,' ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

† "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

সনের জুলাই (?) মাসে 'সংবাদ রসমুদ্গর' পত্রের উদ্ভব হয়। 'রসমুদ্গর' "মৃত্যু নিকট সময়ে বিকটাকারে কাশীর প্রতি কটাক্ষ করিবাতে, বারাণসী চন্দ্রোদয় স্বয়ং ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সমভিব্যাহারে সমরে প্রবর্ত্ত না হইয়া 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক ষণ্ড সন্তান প্রসব করিয়া ভণ্ড মুদ্গরের সমোচিত দণ্ড করিলেন।" 'ভৈরবদণ্ড' সাপ্তাহিক পত্র। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ইহারও সম্পাদক ছিলেন।

'ভৈরবদণ্ড' ১৮৪৯ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া কাশী হইতে প্রচারিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

> অগ্রহায়ণ, ১২৫৬।...বারাণসীতে বাগবাহার যন্ত্র হইতে 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক পত্র প্রচার হয়।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৩ এপ্রিল ১৮৫০।

জন্মের অল্প দিন পরেই 'ভৈরবদণ্ড' লুপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' পত্রের প্রচারও রহিত হয়। দুইখানি পত্রিকারই জন্ম-মৃত্যু ১২৫৬ সালে ঘটে। ইহাদের অন্তর্দ্ধানের পর এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে কাশী হইতে অপর একখানি বাংলা সংবাদপত্রের উদয় হয়।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে (?) 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

> পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংবাদ সজ্জনরঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।*

পর-বৎসর—১২৫৭ সালে ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ সনে ইহার প্রচার রহিত হয়। মধ্যেও একবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়া গুপ্ত-কবি উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৬১ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৮) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১ জুলাই ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে পাই,—

> এই আষাঢ় মাসে সজ্জনরঞ্জন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক। এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি এই দুই দিন করিয়া প্রকাশ হইবে। ইহাতেও রাজনীতিঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের নূতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে।

---

* "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়,' ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্রের শিরোনামের নিম্নে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রঙ্গতো ভাস্করো
গুপ্তেহস্তেহপি প্রভাকরেশ্বর ইতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেঽখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সদ্বর্ত্মদর্শে কথং॥
সোমঃ সোঽপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্ত সঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিপ্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সদ্বর্ত্মব্যবহারদর্শনবিধৌ সোঽপ্যেষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ॥

এই শ্লোকটি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

ইহা পুনরায় আমাদিগকে সেই কদর্য্য পত্র প্রচারণ কাল স্মরণ করাইয়া দিল; আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক এই শ্লোকটি তুলিয়া দিবেন; এবম্বিধ শ্লোক সত্ত্বে সজ্জনরঞ্জন কখনই সহৃদয়হস্তে স্থান পাইবে না। পুষ্পে কীট দেখিতে পাইয়াও কে তাহার আঘ্রাণ লইয়া থাকে?

সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী

১৮৪৫ সনের শেষে (?) বর্দ্ধমান হইতে 'বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে জ্ঞান প্রদায়িনী নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।*

ইহার স্থিতিকাল কয়েক বর্ষ; ১২৫৭ সালে "অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক" রূপে 'বর্দ্ধমান জ্ঞান-প্রদায়িনী'র উল্লেখ দেখিতেছি। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজখানি বাহির করেন।

বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়

'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; ১২৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৯?) রামতারণ ভট্টাচার্য্য প্রথম প্রকাশ করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে...বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।†

---

* "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়,' ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

† "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

'বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসেও জীবিত ছিল। খুব সম্ভব, এই কাগজ-খানিরই সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫২ (২৫ ভাদ্র ১২৫৯, বুধবার) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা 'চন্দ্রোদয়' গত শনিবারাবধি পুনরায় উদয় হইয়াছে। বোধ হয় চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণাবধি আমারদের প্রতি পীযূষময় বিমল কিরণ বিতরণে আর বিরত হইবেন না।

সংবাদ রসরত্নাকর

১৮৪৯ সনের শেষে (?) 'সংবাদ রসরত্নাকর' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সেন [পাল] কর্ত্তৃক 'রসরত্নাকর' নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশারব্ধ হয়। *

প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা কিছু দিন বন্ধ থাকে। ১৮৫০ সনের জুন মাসে ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সম্পর্কে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পরবর্ত্তী ১লা জুলাই লিখিয়াছিলেন,—

সংবাদরসরত্নাকর। উক্ত নামিকা পত্রিকার এক সংখ্যা মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশ পায়, এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রচলন হওনার্থ দ্বিতীয় সংখ্যা হিন্দু কালেজীয় ছাত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ পাল প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র প্রতি পক্ষে প্রকাশ হইবেক, পরিমাণ সংখ্যা প্রতি অকটেবো ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ মাত্র, সম্পাদকের লেখা ভাল, বাসনা উত্তম।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি

২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উদ্ধৃত হইল :—

নিম্নলিখিত সংবাদ পত্র গত বর্ষের [১২৫৬ সালের] পূর্ব্বাবধি চলিত আছে, ও গত বৎসরের মধ্যে নূতন প্রকাশারম্ভ ও প্রকাশ রহিত হইয়াছে—

পূর্ব্বাবধি চলিত পত্র

প্রাত্যহিক :—	১। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	২। সংবাদ প্রভাকর
দিনান্তরিক :—	৩। সংবাদ ভাস্কর	৪। সংবাদ রসসাগর
অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিক :—	৫। সমাচার চন্দ্রিকা	৬। সম্বাদ রসসাগর [রসরাজ ?]
সাপ্তাহিক :—	৭। গবর্ণমেণ্ট গেজেট	৮। সংবাদ সাধুরঞ্জন
	৯। জ্ঞান-সঞ্চারিণী	১০। সংবাদ রসমুদ্গর † ১১। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ

* "গত সাম্বৎসরিক ঘটনা"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

† ইহা ১২৫৬ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

অর্দ্ধ মাসিক :— ১২। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ১৩। দুর্জ্জন দমন মহানবমী
মাসিক :— ১৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৫। উপদেশক

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পত্র

সাপ্তাহিক :—১। সজ্জন রঞ্জন ২। বারাণসী চন্দ্রোদয় ৩। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়
৪। বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী ৫। মহাজন দর্পণ * ৬। সংবাদ রসরত্নাকর
৭। ভৈরবদণ্ড
মাসিক :— ৮। কৌস্তুভকিরণ

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পত্র

১। সমাচার জ্ঞানদর্পণ ২। মহাজন দর্পণ ৩। সংবাদ মুক্তাবলী
৪। সংবাদ সুজনবন্ধু ৫। সংবাদ ভৃঙ্গদূত ৬। সংবাদ অরুণোদয়
৭। সংবাদ কৌস্তুভ ৮। সংবাদ জ্ঞানচন্দ্রোদয় ৯। সংবাদ রসরত্নাকর

উপরোক্ত তালিকায় গত ১২৫৬ সালের পূর্ব্বাবধির চলিত ১৫ খানি পত্র এবং ঐ বৎসরের মধ্যে আরব্ধ ৮ খানির মধ্যে ২ খানি ['মহাজন দর্পণ' ও 'সংবাদ রসরত্নাকর'] রহিত হওয়া ব্যতীত ৬ খানি সমুদয়ে ২১ পত্র চলিত রূপে গণনা করা যায়, এতাবৎ সংখ্যক পত্রই ১২৫৫ সালের শেষেও দৃষ্ট হইয়াছিল ইহাতে সাধারণ বিবেচনায় সমাচার পত্রের অবস্থা গত ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে তুল্য বোধ হয়, কিন্তু গত বৎসরের প্রকাশারব্ধ ও প্রকাশ রহিত উভয় তালিকার তুলনায় দৃষ্ট হয়, নগরীয় কয়েক পত্র অবসন্ন হইলেও তৎপরিবর্ত্তে ঘোরান্ধকারাবৃত মফঃসলে কয়েক পত্র প্রকাশ হইয়া তত্তৎস্থানে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশারম্ভ করিয়াছে।

ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র

৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কতিপয় বিদ্বান্ ও উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সভ্য রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সনের মার্চ মাসে "ডাং ইশ্‌পজ্জিম ও মেং কোম্‌ব সাহেবকৃত ফ্রেনলজী গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীকেল্ চারট হইতে সারসংগ্রহ করিয়া" বাংলায় 'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ' পুস্তক প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে সোসাইটি মুখপত্রস্বরূপ ফ্রেনলজী সম্বন্ধে বাংলায় একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইলে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' ২৫ এপ্রিল ১৮৫০ তারিখে যে মন্তব্য করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

Bengalee Phrenological Journal.—The schoolmaster is abroad, and the latest evidence of truism, is the publication of a periodical work in Bengalee, devoted to the exposition of phrenological science. We have not had time to peruse any part of it, but the illustrations are good, and the appearance of such a work is highly creditable to the Bengal Phrenological Society. (P. 261.)

এই পত্রিকার কোন সংখ্যা এখনও দেখি নাই, কি নামে ইহা প্রকাশিত হইত, তাহাও জানিতে পারি নাই।

* ইহা "দৈনিক"রূপে প্রথমে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ পরে "সাপ্তাহিক" পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

সত্যপ্রদীপ

'সত্যপ্রদীপ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; প্রতি শনিবার "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত" হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। 'সত্যপ্রদীপে'র প্রথম সংখ্যা ৪ মে ১৮৫০, শনিবার (২৩ বৈশাখ ১২৫৭) তারিখে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় 'সত্যপ্রদীপ' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—

সত্যপ্রদীপ প্রকাশ।...এইক্ষণে অন্যূন সপ্তদশ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের তিন চারি শতপর্য্যন্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদপত্র পাঠ করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত লালসার প্রমাণ। ইদানীং বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞজনগণ স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ স্বীয় ভাষায় সপ্তদশ পত্র প্রকাশ করিতেছেন অতএব বিদেশীয় লোকেরদের এতৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করণের কি প্রয়োজন কেহ যদি অসন্তুষ্ট হইয়া এইমত আপত্তি করেন তবে উত্তর এই। কোন দেশীয় লোক কিঞ্চিৎ সভ্যতাবিশিষ্ট হইলে তাঁহারা অবশ্য সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন ক্রমে সভ্যতার বর্দ্ধনানুসারে পত্রের উত্তমতাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমে২ সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে তথাপি যে২ পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি পত্র ভিন্ন অন্যান্য পত্রবিষয়ে সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন। প্রথম এই। কোন২ সম্পাদক মহাশয় কোন স্থানে কোন সম্বাদ শ্রুত হইলে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থে উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া অথবা তদ্রূপ অনুসন্ধান করণাক্ষম হইয়া সহসা তাহা প্রকাশ করেন। ফলতঃ কোন২ সময়ে সদাচারি সভ্য বিশিষ্ট লোকেরদের নামে অনুপযুক্তরূপে দোষার্পণ ও নানাপ্রকার গ্লানি হয়। দ্বিতীয় এই। কএক সম্বাদপত্রে অত্যন্ত অনুপযুক্ত শব্দাদি ব্যবহারপ্রযুক্ত সভ্য লোকেরা প্রায় তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত মহাশয়েরদের ঐ সকল পত্র পাঠ করাতে তাঁহারদের নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্দ্ধন হইতেছে। এইক্ষণে আমরা দেশবিদেশীয় সত্যসম্বাদ অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদের মনঃসন্তোষ করণাভিপ্রায়ে সত্যপ্রদীপনামক এই সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেছি। কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বাস্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে কোনক্রমে শৈথিল্য করিব না পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের সৎজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।

অনন্তর যে সকল আইন ও সদর আদালতের যে সমস্ত পত্র ও রিপোর্ট অর্থাৎ নজির ও সদর বোর্ড প্রভৃতির যে সকল পত্র পাঠ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন তাহাও এই সত্যপ্রদীপ পত্রে প্রকাশ হইবেক ও তদ্বিষয়ে আমারদের ও পত্র প্রেরকেরদের উল্লেখ্য সকল কথা অবাধে প্রকাশ করিব। তদ্ভিন্ন উদ্যান ও ক্ষেত্র কর্ষণার্থ সভার যে কোন কার্য্যেতে কিম্বা প্রস্তাবেতে ভূম্যধিকারিরদের ও কৃষাণেরদের পরিশ্রমের লাঘব ও লভ্য সম্ভাবনা তাহা জ্ঞাত করাইব এবং পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা সম্পর্কীয় নানারূপ প্রস্তাব বিদ্যার্থি মহাশয়েরদের

সন্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে যে২ কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্থে তাহার প্রতিবিম্ব কখন২ প্রকাশ হইবেক।...

দেওয়ানী ফৌজদারীপ্রভৃতি যে পদে যিনি নিযুক্ত হন তাহার সম্বাদ ও সভ্য মহাশয়েরদের বিবাহ পরলোকপ্রাপ্ত্যাদির সম্বাদও লিখিব।

'সত্যপ্রদীপ' এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া 'সমাচার দর্পণ' পুনঃ প্রকাশ করা হয়। এ সম্বন্ধে 'সত্যপ্রদীপে' লেখা হইয়াছিল,—

সমাচার দর্পণ। ঐ সুপ্রসিদ্ধ নাম কে না শুনিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে দিবসে শুভলগ্নে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া দ্বাবিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত রাজা প্রজা ইতর বিশেষ সর্ব্ব শ্রেণীর মঙ্গলার্থী ও সদুপকারী হইয়া ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে নিধনগত হন।... পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়েরদের আনুকূল্যক্রমে সত্যপ্রদীপের এক বৎসর অবসান হইলে তৎপরিবর্ত্তে সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিব। তাহাতে পূর্ব্ব সমাচার দর্পণ প্রকাশ করণের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়মমতে নূতন দর্পণ প্রকাশ হইবেক। বিশেষমাত্র এই নূতন সমাচার দর্পণে অন্যান্য সম্বাদের অতিরিক্ত বিজ্ঞান কাণ্ড ও আবশ্যকমতে তদ্ব্যাখ্যার্থ প্রতিবিম্ব থাকিবেক।...

সমাচার দর্পণ আগামি মে মাসের ৩ তারিখ শনিবারে প্রকাশিত হইবেক।—'সত্যপ্রদীপ,' ২৯ মার্চ ১৮৫১।

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৫১ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখে। এই সংখ্যায় "পাঠক মহাশয়বর্গের প্রতি সত্যপ্রদীপের বিনীতিপূর্ব্বক প্রণতি" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

মদীয় বর্ত্তমান আকৃতি প্রকৃতি সমুচিত বচনাদি দর্শন পঠন বোধনার্থ আর মহাশয়েরদের সমীপস্থ হইবে না।...

আগামী সপ্তাহে সমাচার দর্পণ সুবেশে মহামহিম পাঠকগণের সুচারু কর কমল গত হইবেক। তাহাতে প্রদীপের প্রতিবিম্বও দর্পণে সংলগ্ন হইয়া দ্বিগুণ দীপ্তি প্রদর্শক হইবেক।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'সত্যপ্রদীপ' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল:—

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র। অনেকে আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা বাঙ্গলা সম্বাদ পত্রহইতে প্রাচুর্য্যরূপে সম্বাদ গ্রহণ কর না কেন। উত্তর এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের রচনা উত্তম বটে সম্বাদ প্রায় সাধারণ। অধিকাংশ সম্পাদক মহাশয়েরা কলিকাতা রাজধানীতে বাস করেন এবং ঐ রাজধানীর মধ্যে যখন যে২ ঘটনা ঘটে তাহার বিষয় বিস্তারিতরূপে লেখেন বটে কিন্তু মফস্বলে প্রজালোকেরদের সুখ দুঃখাদি ঘটনার বিবরণ না জানিয়া বা শুনিয়া কি প্রকারে লিখিতে পারেন তাঁহারা উত্তম রচনা করিতে পারেন কিন্তু তাদৃশ উত্তম সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না তাঁহারা বিদ্যাতে ও তর্কবিতর্কাদিতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হওয়াতে প্রায় তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহারদের প্রশংসা বড় কিন্তু গ্রাহকেরদের উপকার অল্প। কলিকাতার মধ্যে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয় তাহার বৃত্তান্ত তাবৎ ইংরেজী সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় ঐ সকল পত্রহইতে আমরা সংগ্রহ করি। ইঙ্গরেজী পত্রের এক ত্রুটি এই মফস্বল প্রদেশে যে সকল ঘটনা হয় তাহার বিষয় লিখিত হয় না। তাহার কারণ যে সকল ইঙ্গরেজ মফস্বলে থাকেন তাঁহারা

এতদ্দেশীয় বিষয়ের বৃত্তান্ত তাদৃশ অবগত না থাকাতে লিখিতে প্রবর্ত্ত হন না এবং মফস্বলের এতদ্দেশীয় লোকেরা তত্তৎ সম্বাদ ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিতেও প্রায় অক্ষম। অতএব বাঙ্গলা সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়েরদের উচিত নানা জিলার অন্তঃপাতি নানা গ্রামহইতে সত্য সম্বাদ সকল সংগ্রহ করেন তাহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য হইলেও স্বীকার করিতে হয়। এমত হইলে তাঁহারদের আরো ক্ষমতা ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় এবং গবর্ণমেণ্টের উপকার প্রজায়দেরো শান্তি সম্ভাবনা। এইক্ষণকার বাঙ্গলা সম্বাদ পত্র পরস্পর ও সাধারণ লোকের বিসম্বাদে ও উপকারক ব্যক্তিরদের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। (৮ই জুন, ১৮৫০)

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—সম্পূর্ণ ফাইল।

দূরবীক্ষণিকা

১৮৫০ সনের জুন (?) মাসে 'দূরবীক্ষণিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

আষাঢ়, ১২৫৭।...দূরবীক্ষণিকা নাম্নী এক মাসিক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।*

শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত সাপ্তাহিক 'সত্যপ্রদীপে' ৬ জুলাই ১৮৫০ (২৩ আষাঢ় ১২৫৭) তারিখে 'দূরবীক্ষণিকা' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

দূরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্র এদেশীয় বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে এবং তাঁহারা তৎপ্রকাশের এই অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। এই পত্র "নানাপ্রকার বিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, অর্থাৎ ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রত্নাকর, রসায়ন এবং পদার্থ প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যা ইহার অঙ্গীভূত হইবেক। প্রাপ্তিমত অনেক দেশের—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস প্রকাশ করা যাইবেক। কেবল নিয়মিত বিদ্যা মাত্র প্রচার দ্বারা দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, এজন্য উপস্থিতমতে রাজসংক্রান্ত নানা প্রকার বিষয়েরও আন্দোলন করিতে হইবেক। যখন পত্রিকাকে 'দূরবীক্ষণিকা' নামে প্রণীত করিয়াছি, তখন দূরকে জ্ঞাপন করা আমারদিগের তাৎপর্য্য হইয়াছে; অতএব ভারতবর্ষাদি প্রাচীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজনিয়ম এবং অবস্থার বিবরণ করিতেও যত্ন করিব।"...

সম্পাদকেরদের বিজ্ঞাপন দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে তাঁহারা বিদ্যাঘটিত বাক্য ব্যাখ্যার্থে চিত্রও প্রকাশ করিবেন অথচ পত্রের মূল্য মাসিক ।০ চারি আনা মাত্র...।

* "সন ১২৫৭ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—'সংবাদ প্রভাকর', ২ বৈশাখ ১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১)।

দূরবীক্ষণিকার প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদক মহাশয়েরা বিদ্যার ক্রমশঃ ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে অতিপূর্ব্ব কালে যে কবি ও জ্যোতির্বেত্তা ও গ্রন্থরচক প্রভৃতি ছিলেন তাঁহারদের কার্য্য বিষয়ে লিখিয়াছেন। পরে সূর্য্যগ্রহের বিষয়ে জ্যোতির্বেত্তারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার সংক্ষেপ লিখিয়াছেন।

ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা

এই মাসিক পত্রিকা ১৮৫০ সনের মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ২৯ জুলাই ১৮৫০ (১৫ শ্রাবণ ১২৫৭) তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> কোণনগরস্থ ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক কর্তৃক অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম...।

১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত-কবির সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তেও দেখিতেছি যে, 'ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা' "কোন্নগর ধর্ম্মসভার মুখপত্র" ছিল। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ('নবজীবন', আষাঢ় ১২৯৩) লিখিয়াছেন :—

> সন ১২৫৭ সাল।...ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা—কোন্নগরের ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। স্থিতিকাল—কয়েক সংখ্যা।

১২৬১ সালেও এই মাসিক পত্র জীবিত ছিল। ১১ জুলাই ১৮৫৪ (২৮ আষাঢ় ১২৬১) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

> কোন্নগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই ঐ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য,...।

'ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

> রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—"ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা সভার সাময়িক পুস্তক। বঙ্গাব্দ ১২৬১। সভাব্দ ৯। ১ মাঘ।"

সত্যার্ণব

'সত্যার্ণব' একখানি মাসিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল জুলাই ১৮৫০ সন।* এই সংখ্যা হইতে "উপক্রমণিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা পাঠে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানা প্রকার সমাচার পত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক এবম্প্রকার বিবিধ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা এবং বিবিধ

* মার্ডক (Murdoch) তাঁহার *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* (1870) পুস্তকের ২৪ ও ৩১ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে 'সত্যার্ণব' পত্রের প্রকাশকাল "১৮৪৯" সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মতের পোষকতা হইতেছে। "পূর্ণচন্দ্রোদয়" এবং "প্রভাকর" প্রত্যহ স্ব২ শীতাংশু এবং তীব্রাংশু পাত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত কখন২ স্নিগ্ধ কখন বা উগ্র করিয়া থাকেন। "ভাস্কর" এবং "চন্দ্রিকাও" আপন২ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছেন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বৈদিক তত্ত্বের প্রতিপাদন পূর্ব্বক মাসে২ দিবাকরের সংক্রমণ দিবসে বিরাজমান হয়েন। "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা" স্বধর্ম্ম গৌরবে প্রফুল্ল হইয়া বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক সর্ব্ব প্রকার মতের পোষকতা করেন। "সাধুরঞ্জনের" কথা কি কহিব? সে পত্রিকা কর্ণতোষক সুললিত ভাষায় রচিতা এবং সুচারু ছন্দোবদ্ধ শ্লোকেতে অলঙ্কৃতা হইয়া সকলের কর্ণ উৎসুক করেন।

গৌড়ীয় ভাষার গুণগ্রাহি পাঠকেরা ঐ সকল পত্র পাঠে যথেষ্ট সন্তৃপ্ত হয়েন। অতএব পত্রান্তরের অপেক্ষা নাই এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রু ক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক বিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না, যাহা মনে আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। যদিও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্ম্মের প্রসঙ্গে তাঁহারদের মাৎসর্য্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষ যোগ হয় তবে তাহাও সকলের হেয় হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সুচারু পত্রিকা সকলে মধ্যে২ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমারদের চিত্ত তৃপ্তি হইতে পারে না।

এ কারণ আমরা এই সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসে২ "সত্যার্ণব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সভার কএক জন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহারদের অভিমতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ এক জনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক।

এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যায় ক্ষুদ্র২ অক্ষরে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠা থাকিবে, মাসিক মূল্য ‌৴১০ দেড় আনা মাত্র।

এ পত্রের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইবে। যথা ১ ধর্ম্ম পুস্তকের ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ২ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় সংবাদ। ৩ জীবন বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য ইতিহাস। ৪ গৌড়ীয় সমাচার পত্র হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব। ৫ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত। ৬ গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ। ৭ বৈদান্তিক পৌরাণিক এবং মোসলমান ধর্ম্মের প্রসঙ্গ। ৮ বিদ্যা বিতরণের প্রসঙ্গ। ৯ প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা। ১০ পূর্ব্বতন বিষয়ের এবং বিবিধ স্থলের বর্ণনা। ১১ আয়ুর্বেদ প্রকরণ। ১২ স্বাভাবিক পদার্থ তত্ত্ব। ১৩ মাসিক সংবাদ।

সম্প্রতি আমারদের প্রার্থনা এই যে জগদীশ্বর আমারদিগকে সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম করেন, মহা সাগর যেমত মণি মাণিক্য রত্ন প্রবালাদিতে সম্পূর্ণ তদ্রূপ আমারদের সত্যার্ণব যেন সর্ব্বদা সত্য রূপ রত্নেতে পরিপূর্ণ হয়।

অবশেষে পাঠকবর্গের প্রতি এই নিবেদন যে তাঁহারা আমারদের দোষ বা ত্রুটি দেখিলে

তাহা মার্জ্জনা করিয়া এই সত্যার্ণবের আলোচনায় যদি কখন সুধা উৎপন্ন হইতে দেখেন তবে তাহাই গ্রহণ করিবেন।

'সত্যার্ণব' "নং ১৪৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত" হইত। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি কাঠখোদাই চিত্র থাকিত; সেগুলির অধিকাংশই সিমুলিয়ার রামধন স্বর্ণকারের খোদিত।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :—

সত্যার্ণবের প্রথম বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে; আমাদের এমত ভরসা হয় যে তাহা পাঠে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় প্রকার লোকের উপকার হইয়াছে; অতএব আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ আকারে সত্যার্ণবকে নূতন বৎসরে প্রবেশ করাই; এ বিষয়ে আমাদের ভরসা ও প্রতীক্ষার বৃদ্ধি হইয়াছে। (জুলাই ১৮৫১)

'সত্যার্ণব' সম্পাদন করিতেন পাদরি লং।

এই পুস্তক শ্রীযুত রেবরণ্ড জে লাং সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কয়েক জন বাঙ্গালি ভদ্র মনুষ্য তাঁহার সাহায্য করেন।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ৩১ আষাঢ় ১২৫৮।

'সত্যার্ণব' চার-পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক উল্লেখ করিয়াছেন।

'সত্যার্ণব' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—প্রথম দুই বৎসরের (জুলাই ১৮৫০—জুন ১৮৫২)

বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :— ঐ

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার, কলিকাতা :—প্রথম বর্ষের।

সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা "ঠনঠনীয়ার ৺রামচন্দ্র চন্দ্রের ৫৮ সংখ্যক ভবনে" সর্ব্বশুভকরী সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যগণ ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৫০) 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

প্রথম সংখ্যার গোড়াতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা কএক জন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে; বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে

কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্কল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।

কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয় সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক···।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রত্যেক সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। ইহার মাসিক চাঁদা সম্বন্ধে পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের "বিজ্ঞাপনে" আছে :—

এই পত্রিকার মূল্যের বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী সভা কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিয়া গ্রাহক মহাশয়দিগকে জানাইতেছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া মাসিক ।০ চারি আনার অন্যূন যে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিবেন পত্র দ্বারা তাহা সম্পাদকের বিদিত করিবেন। এবং তাঁহাদিগের সেই দান সর্ব্বশুভকরী সভা সাতিশয় আদর পূর্ব্বক প্রতিগ্রহণ করিবেন।···শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় সম্পাদক বলিয়া মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকিত। ইহার প্রতি সংখ্যার কলেবর একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। প্রথম সংখ্যায় "বাল্যবিবাহের দোষ" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার সহোদর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭২) "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উল্লেখ করিয়াছেন। 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত' পুস্তকেও (২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩) আছে :—

ইনি [মদনমোহন তর্কালঙ্কার] ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্ব্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয়

নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচায্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

> স্ত্রীশিক্ষা।—…স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরু সন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত রহিলাম।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশের পর সর্ব্বশুভকরী সভায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। "সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভ্যগণ অকৌশল করিলেন"। তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে বহু বিলম্ব দেখিয়া ৪ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যা ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। পরবর্ত্তী ৩রা মার্চ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাঠে এই সংখ্যার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায় :—

> সর্ব্বশুভকরী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে যে এক সুদীর্ঘ ও যুক্তি সিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছিল…।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে। ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> আমরা গত দিবস বৈকালে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহা কেবল মদ্য এবং মাদকদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়াছে।

১৮৫১ সনেই কাগজখানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আবার উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' আছে; তাহা "১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।" ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ঃ—

SUBBOOSOVOKAREE POTRICA

No. 3.

Contents.

Calcutta.

Published once a month.

Price 2 annas only.

১১ আগষ্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আর এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র পরিচয় পাইতেছি। 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন ঃ—

'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর পরমানন্দ লাভ করিলাম, ঐ পত্রের রচনা অতি উত্তম এবং তাহাতে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইতেছে, প্রার্থনা করি এই 'সর্ব্বশুভকরী' সর্ব্ব শুভকরী হইয়া চিরস্থায়িনী হউক, আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ উক্ত পত্র হইতে প্রথম প্রবন্ধটি নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম···।

"সম্পাদকীয় কার্য্য।

দেশ কাল ব্যবহার অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্য যথার্থ রূপে সম্পাদন করা অতীব কঠিন, যেহেতু অধিকাংশ লোকই খোসামোদের বশ, খোসামোদ না করিতে পারিলে জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া সুকঠিন। তন্মধ্যে সম্পাদকীয় কার্য্য যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর তাহা প্রায় সকল সম্পাদকই জানেন, পক্ষপাত শূন্য না হইলে উক্ত কার্য্য প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু যদি সাধারণের মনোরঞ্জন দ্বারা শুদ্ধ ধনোপার্জ্জন করা লক্ষ্য হয়, কিম্বা জন সমাজে শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে সম্পাদকদিগের স্ব স্ব পদ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিতে হয়, তাঁহাদিগের গুপ্ত দোষ ব্যক্ত করা দূরের কথা, তাহার পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত গুণ ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের প্রিয় হওয়া যায় না, আর তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইলে, সেই আশা দুরাশা মাত্র হয়, বোধ হয় অনেক ধনি লোকেরা আপন আপন দোষ অপ্রকাশিত রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণে যশস্বী হইবার অভিপ্রায়ে সম্পাদকদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন কোন সম্পাদক অন্যায় পরবশ

হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা কি ফল উৎপন্ন হয়? কেবল কুপথগামী মন্দব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সাধারণকে প্রবঞ্চনা করা হয়, এরূপ কার্য্য দ্বারা লোকের হিতসাধন না হইয়া, অহিতেরই সম্ভাবনা হয়। যাহাদিগের লিখন ও পঠন কেবল ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, কিন্তু যাঁহারা পক্ষপাত রহিত ও সাধারণের হিতেচ্ছু তাঁহারা সে স্বপদ রক্ষা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি লোকের কুৎসা কিম্বা গ্লানি করিব না, কিন্তু কখন কোন স্থানে যদি কোন বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা করিতে হইলে কাহারও কোন দোষ ব্যক্ত হয় কিম্বা ধনি লোকের খোসামোদার্থে মিথ্যা প্রবন্ধ সকল পত্রারূঢ় না হয়, তাহাতে বোধ করি দেশহিতৈষী বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষেরই চিহ্ন প্রদর্শন করিবেন।”

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—প্রথম বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:— ১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।

সংবাদ সুধাংশু

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্ট-তত্ত্বই স্থান পাইত। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ,—

আমরা সংবাদ সুধাংশু নামক নূতন প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর আহ্লাদিত হইলাম,···সম্পাদক মহাশয় পত্রের [মাসিক] মূল্য চারি আনামাত্র অবধারিত করিয়াছেন। (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫০)

'সংবাদ সুধাংশু' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুষ্ঠানীয় প্রস্তাবের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

আমরা পরম পরাৎপর জগৎকর্ত্তার নাম স্মরণ করত অদ্যাবধি সংবাদ সুধাংশু নামে সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। আমারদের বাসনা এই যে সর্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের অভিপ্রেত। এই অভিপ্রায়ানুসারে আমরা সর্ব্বদা সত্য স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্ব নিরূপণ এবং মিথ্যার উন্মূলন করিতে যত্ন করিব, অপর মাৎসর্য্য পরিহার পুরঃসর যাহা যথার্থ তাহাই লিপিবদ্ধ করিব, পাঠকবর্গের বিড়ম্বনার্থ অলীক বচনেতে [?] লেখনী নিযুক্ত করিব না। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসন প্রায় কাহার অগোচর নাই, অনেকেই তদ্ধর্ম্মের উপদেশ এবং রীতিনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব অধিক কি লিখিব সেই নীত্যনুযায়ি সরলতাচরণ করাই

আমারদের প্রতিজ্ঞা। এই পত্রিকা আপাততঃ ছয় প্রকরণে বিভক্ত হইবে। ১ সম্পাদকীয় উক্তি। ২ প্রেরিত পত্র। ৩ নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ। ৪ সাহিত্যাদি প্রকরণ। ৫ অতীত সপ্তাহের সমাচার। ৬ আগামি সপ্তাহের পঞ্জিকা। কিন্তু আমাদের এমত প্রতিজ্ঞা নহে যে প্রত্যেক পত্রেই উল্লেখিত প্রকরণ সকল নিয়ত থাকিবে কেননা প্রেরিত পত্র অথবা নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ নিত্য নয় তাহা নৈমিত্তিক মাত্র কেহ পত্র না পাঠাইলে অথবা নূতন গ্রন্থ রচনা না করিলে ঐ দুই প্রকরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপর সাহিত্যাদি প্রকরণে জ্ঞানের কথাও থাকিবে অর্থাৎ তাহাতে পুরাবৃত্ত পদার্থতত্ত্বপ্রভৃতি বিবিধবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত অথবা অনুবাদিত হইবে।—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' উদ্ধৃত।

এই সাপ্তাহিক পত্র এগার মাস চলিবার পর ২ আগষ্ট ১৮৫১ তারিখে বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের অভিনব সাপ্তাহিক সহযোগি সংবাদ সুধাংশু প্রকাশক মহাশয় স্বীয় পত্র রহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি যে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন তাহা আমরা নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"সংবাদ সুধাংশু

শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১২৫৮।

সম্প্রতি সংবাদ সুধাংশু স্থগিত হইল, এক্ষণে আর প্রকাশিত হইবে না। আমরা ছয় মাস পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া একাদশ মাস কার্য্য পাঠকবর্গের সেবা করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি তৎকর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করিতে হইল।" —'সংবাদ প্রভাকর,' ৫ আগষ্ট ১৮৫১।

সংবাদ বর্দ্ধমান

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১২৫৭) 'সংবাদ বর্দ্ধমান' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা বর্দ্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রচারিত হইত। ১২৫৭ সালের ১১ই আশ্বিন (শুক্রবার) তারিখে 'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' লিখিয়াছিলেন :—

সংবাদ বর্দ্ধমান।—গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা সংবাদ বর্দ্ধমান পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম সম্পাদক মহাশয় বহু বাহুল্য ব্যয়ে নূতন অক্ষর ও উত্তম নক্সা ও প্রেস প্রভৃতি আনিয়া পত্রকে উৎকৃষ্ট রচনায় রচিত করিয়া গ্রাহকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।—৫ অক্টোবর ১৮৫০ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' উদ্ধৃত।

কয়েক বৎসর চলিবার পর 'সংবাদ বৰ্দ্ধমান' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

পাক্ষিক সংবাদ।—…'সংবাদ বৰ্দ্ধমান' নামক এক পত্রিকা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।—'অরুণোদয়', ১ এপ্রিল ১৮৫৮।

প্রচলিত সাময়িক পত্রের তালিকা—এপ্রিল, ১৮৫১

১৪ এপ্রিল ১৮৫১ (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে…।

আমরা এ স্থলে সংবাদ পত্রের ও অন্যান্য যন্ত্রালয়ের তালিকা পাঠকবর্গের গোচর নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।…

	সংবাদ পত্রের নাম	সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম	নিবাস ও মাসক মূল্য	
প্রাত্যহিক।—	সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	১
	" পূর্ণচন্দ্রোদয়	" অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা	১
দিনান্তরিক।—	সংবাদ ভাস্কর	" গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার	১
	" রসসাগর	" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	চোরবাগান	॥০
অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিক।—	সমাচার চন্দ্রিকা	" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আড়পুলি	১
	সংবাদ রসরাজ	" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার	॥০
	" সজ্জনরঞ্জন	" গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা	।০
	বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	" বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বৰ্দ্ধমান	॥০
সাপ্তাহিক।—	সংবাদ সাধুরঞ্জন	" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	।০
	" সুধাংশু	" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিমুলিয়া	।০
	গবর্ণমেণ্ট গেজিট	" জান মার্সমন সাহেব	শ্রীরামপুর	১
	সত্যপ্রদীপ	" টৌনসেণ্ড সাহেব	শ্রীরামপুর	॥০
	সংবাদ বৰ্দ্ধমান	" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বৰ্দ্ধমান	॥০
	" বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়		ঐ	॥০
	রঙ্গপুর বাৰ্ত্তাবহ	" গুরুচরণ শর্ম্ম রায়	রঙ্গপুর	॥০
অৰ্দ্ধ মাসিক।—	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	" নন্দকুমার কবিরত্ন	পাথুরিয়াঘাটা	।০
মাসিক।—	তত্ত্ববোধিনী	" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাকো	১
	কৌস্তুভকিরণ	" রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার	১